English Literature

(Online Class)

Class Lecture-7
The Victorian Period

প্রয়োজনীয়
তথ্যগুলো খাতায়
নোট করে
রাখবে।
বিস্তারিত গল্প
ক্লাসে বলা হবে।

By:

Sharif Hossain Ahmad Chowdhury

BA (Hons), MA in English, BEd (Professional)

MM (Al Hadith), MBA in Mgt Studies (DU)

Author: A Handbook on English Literature & Viva

Academic Adviser & Senior Teacher, BCS Oditi

Presently working under the Ministry of Education

Follow: facebook ***sharif_bmc@yahoo.com***; **+1-716-279-7507** (***sms***)

The Victorian Period

Duration: 1832-1901

ভিক্টোরীয় যুগের চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক:

প্রথমত, বড় কোন যুদ্ধ বা বাহির থেকে ঝুঁকির কোন ভয় ছিল না (যেমনটা ছিল এর আগের যুগটিতে। বিশেষ করে নেপোলিয়ন।)

দ্বিতীয়ত, পুরো সময়টাতেই ধর্মবিশ্বাস বিশেষত খ্রিস্টধর্মের সমালোচনায় মুখর ছিল চিন্তাজগত ভিক্টোরীয় যুগেই কমিউনিজ, সোসালিজম রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সেই বিশাল সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির উপর একটি ক্ষুদ্র বুর্জোয়া শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে ব্রিটেনসহ পার্শ্ববর্তী ইউরোপীয় দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণি। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস এর বিখ্যাত *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো বা কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*। এটা ভিক্টোরীয় যুগের একটি গুরুত্বপূণ্য টার্নিং পয়েন্ট। আরেকটা বই যেটা ভিক্টোরীয় যুগের চিন্তা, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য জগতকে সমূলে নাড়িয়ে দেয় সেটা হলো চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত *দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ (১৮৫৯)*।

তৃতীয়ত, ১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (সিপাহী বিদ্রোহ) ব্যর্থ হলে পুরো ভারতবর্ষ ব্রিটেনের করতলে চলে আসে। দখলে চলে আসে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং আফ্রিকার বহু দেশ। **রানী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন।** বিশ্বজুড়ে এই বিশাল উপনিবেশগুলো থেকে সস্তা ধরে কাঁচামাল সংগ্রহ করে বড় আকারের উৎপাদনে চলে আসে ব্রিটেন। আবার সেসব উৎপাদিত পণ্য বেশি দামে বিক্রির জন্য প্রস্তুত বাজার ছিল কলোনি বা উপনিবেশগুলোতে। ব্রিটেনের কিছু কিছু শহরে গড়ে উঠলো বিশাল শিল্পনগরী। ম্যাঞ্চেস্টার, ল্যাংকাস্টার, ডারহাম, বার্মিংহাম, শেফিল্ড, লীডস, নিউকাসেল, নর্দ্রামবারল্যান্ড অন্যতম। শিল্প-কারখানা ও উৎপাদনে গতির সাথে সাথে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনেক গতি চলে আসে। রেলওয়ের মতো অতিকায় দৈত্যাকার যান মানুষের জীবনে গতি নিয়ে আসে।

চতুর্থত, ভিক্টোরীয় যুগের আগের যুগ অর্থাৎ রোমান্টিক যুগে একগাদা প্রতিভাধর কবিদের সম্মিলন ঘটেছিল যার সাথে ব্রিটেনের আর কোন যুগের আসলে তুলনা চলে না। ঠিক একইভাবে ভিক্টোরীয় যুগে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও গদ্যকারদের সমাবেশ ঘটেছিল যার সাথে আর কোন সময়য়ের আসলে তুলনা হয় না। যদিও এ সময়টাতেও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির আগমন ঘটে কিন্তু এ যুগটাকে বিশেষ করে আলাদা করতে হয় আসলে উপন্যাস ও গদ্যের জন্য। এলিজাবেথের সময়ে শেক্সপিয়র, মার্লো ও বেন জনসনের হাত ধরে যেমন নাটক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে ভিক্টোরীয় যুগে তেমনি ভূমিকাটা রেখেছে উপন্যাস।

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে

6. The Victorian Period

Duration: 1832-1901

এ যুগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- রানী ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভিক্টোরীয় যুগ একটি সোনালী অধ্যায়। গ্রেট ব্রিটেনের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ-সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধময় যুগ। শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, বাণিজ্য এবং বিশ্বে প্রভাবের দিক থেকে এ সময়টা আগের সব যুগকে ছাড়িয়ে গেছে। রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে যদি ব্রিটেনের উত্থান শুরু হয় বিশ্বশক্তি হিসেবে, তাহলে ভিক্টোরিয়ার সময়কালে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মোড়লে পরিণত হয় ব্রিটিশ রাজ। রাজনৈতিক প্রভাবের সাথে সাথে উপন্যাস, কবিতা ও গদ্যে উৎকর্ষতার তুঙ্গে উঠে ইংরেজি সাহিত্য। **যদিও রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু ১৮৩২ সালে ভিক্টোরীয় যুগের খুটি মারার কারণ হচ্ছে ১৮৩২ সালের রিফর্ম বিল এবং তখন থেকেই রোমান্টিক যুগ থেকে সাহিত্য একটা মোড় নিচ্ছিল।**
- ১৮৬০ সালে ভারতে **নীল বিদ্রোহের অবসান** ঘটে।
- এই যুগের বৈশিষ্ট্য হলো- Symbolism, Medievalism, Sensuousness etc.
- Concept of communism **(সাম্যবাদের ধারণা)** এই যুগকে প্রভাবিত করে।
- এই যুগে Charles Darwin এর বিখ্যাত **Theory of Evolution** (বিবর্তনবাদ তত্ত্ব) প্রচারিত হয়। যা ছিল ধর্মীয় চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক।
- In 1833, slaves were declared free (দাসদেরকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়).
- In 1833, **Fabian society** was formed (জর্জ বার্নাড শ এর অন্যতম সদস্য ছিলেন)
- **Bahadur Shah II**, (1837–1857) the last Mughal emperor was deposed in 1858 by the British East India Company and exiled to Burma following the War of 1857 after the fall of Delhi to the company troops. **His death marks the end of the Mughal dynasty.**
- ১৮৫৩ সালে **লর্ড ডালহৌসি** উপমহাদেশে রেল যোগাযোগ চালু করেন এবং ১৮৫৬ সালে (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়) বিধবা বিবাহ আইন পাস করান।
- ১৮৫৭ সালে **লর্ড ক্যানিং** উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা এবং ১৮৬১ সালে **পুলিশ সার্ভিস** চালু করেন।
- ১৮৩৯-১৮৪২ পর্যন্ত চীন ও ব্রিটেনের মাঝে First Opium War সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধে চীন পরাজিত হয় এবং যুক্তরাজ্যের কাছে হংকং দ্বীপটি লিজ দিতে বাধ্য হয়।
- ১৮৮৬ সালে ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রকে ***স্ট্যাচু অব লিবার্টি*** উপহার দেয়, যা ১৯২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার জাতীয় সৌধ হিসেবে ঘোষণা করে।
- ভিক্টোরিয়া ক্রস (Victoria Cross) বৃটেনের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব। কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে এ পদক প্রদান করা হয়।
- ব্রিটিশ রাজপরিবারের বাসভবন হলো লন্ডনের***'বাকিংহাম প্যালেস'***, রানী ভিক্টোরিয়া এ প্রাসাদের প্রথম রানী হিসেবে বসবাস করেছিলেন।
- এ যুগের ৩ জন প্রধান কবি হলেন-

  i. Alfred Tennyson
  ii. Robert Browning
  iii. Matthew Arnold

রানী ভিক্টোরিয়া

রানী ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে চমকপ্রদ কিছু তথ্য:

- রানী হওয়ার পর অ্যালবার্টকে ভিক্টোরিয়া বিয়ে করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথা ভেঙে রানীই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কারণ কারও পক্ষে ব্রিটেনের রানীকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া সম্ভব ছিল না।
- রানীর মুকুট মাথায় দেওয়ার পর ভিক্টোরিয়ার প্রথম নির্দেশ ছিল, আমাকে এক ঘণ্টা একা থাকতে দাও।
- রানী ভিক্টোরিয়ার নয় ছেলেমেয়ের সবাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজকুমার ও রাজকুমারীদের বিয়ে করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাজপরিবারে রানী ভিক্টোরিয়ার নাতি-নাতনি কিংবা পুতি রয়েছে।
- ব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়ার একজন কাজের লোক ছিল। তার নাম আবদুল করিম। এই করিমের সঙ্গে রানীর প্রেমের সম্পর্ক হয়। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র।
- ১৮২০ সালে রানী ভিক্টোরিয়ার বয়স যখন এক বছরও পূর্ণ হয়নি তখন বাবা এডওয়ার্ড মারা যান। এরপর শুধু মায়ের আদরেই বেড়ে উঠেন রানী।
- ভিক্টোরিয়া কখনো স্কুলে যাননি। তার জন্য একজন জার্মান গৃহশিক্ষিকা রাখা হয়েছিল। তাই ছোট থেকেই জার্মান ও ইংরেজি দুই ভাষায়ই পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি।
- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং রেলের প্রসার, ব্রিটেনের পাতাল রেল- এ সবকিছুই ঘটেছিল রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনামলে।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে ক'জন নারী শাসক দীর্ঘ সময় শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন তাদের মধ্যে রানী ভিক্টোরিয়া অন্যতম। ছয় দশকের শাসনকালে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আধুনিকায়ন শুরু করেন। তার কল্যাণে ব্রিটিশদের উপনিবেশিক অঞ্চলগুলোতে অনেক যুগান্তকারী উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একজন নারী হয়েও ৬৪ বছর যাবত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে একহাতে ধারণ করা ভিক্টোরিয়ার সুখ্যাতি সেকালে ইউরোপের গন্ডি পেরিয়ে সুদূর আফ্রিকা ও এশিয়াতে পৌঁছায়। **ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে রানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের মানুষের নিকট সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পান। কারণ ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯০১ সাল অবধি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অঞ্চলের সম্রাজ্ঞীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি।**

মৃত্যুর পর লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় তার স্মরণে ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণ করেন। এটি ছাড়াও অবিভক্ত বাংলার ত্রিপুরা খ্যাত বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে রায় বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র ১৮৯৯ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। রানী ভিক্টোরিয়ার সম্মানার্থে নামকরণ করায় ব্রিটিশ সরকার তাকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রদান করে। আর এতে করে বোঝাই যাচ্ছে, অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষে রানী ভিক্টোরিয়ার প্রভাব কতটুক ছিলো। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রানীর ব্যক্তিজীবন, শাসনকার্য পরিচালনাসহ আরও অনেক অজানা তথ্য আছে যা আমাদের জানা প্রয়োজন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজ রানী ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১৮ বছর বয়সে রাজমুকুট অর্জন করেন ভিক্টোরিয়া

১৮১৯ সালের ২৪ মে লন্ডনের কেনসিংটন প্যালেসে জন্মগ্রহণ করেন আলেক্সান্ড্রিনা ভিক্টোরিয়া। তার বাবা এডওয়ার্ড ছিলেন রাজা তৃতীয় জর্জের চতুর্থ সন্তান। অন্যদিকে তার মা প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া

ছিলেন এক জার্মান ডিউকের কন্যা। কিশোরী বয়সে একদিন আলেক্সান্ড্রিনা ভিক্টোরিয়ার জীবনে ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা। ১৮৩৭ সালের ২০ জুন সকাল ৬ টায় ঘুম থেকে জেগে বিছানা থেকে নামার আগেই তাকে জানানো হয় তার চাচা, তৎকালীন রাজা চতুর্থ উইলিয়াম আগের রাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর কিছুক্ষণ পর লর্ড কনিংহাম নিশ্চিত করেন নিয়মানুসারে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের নতুন রানী হিসেবে তাকে মনোনীত করা হয়েছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আলেক্সান্ড্রিনা ভিক্টোরিয়ার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। মাত্র ১৮ বছর বয়সে রাজমুকুট পরানো হয় তাকে।

রাজা তৃতীয় জর্জের চতুর্থ ছেলে এডওয়ার্ডের কন্যা হিসেবে সিংহসানের পঞ্চম দাবিদার ছিলেন ভিক্টোরিয়া। কিন্তু অল্প বয়সে তার বাবা, ভাই এবং সর্বশেষ তার চাচা উইলিয়াম মারা যাওয়ায় সিংহাসনের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে বাধ্য হন তিনি। রাজমুকুট পেয়ে মোটেও খুশি হতে পারছিলেন না ভিক্টোরিয়া। একে তো বয়স কম, দ্বিতীয়ত রাজার মৃত্যু এবং নতুন রানী হিসেবে সিংহাসনে আরোহনকে কেন্দ্র করে রাজপ্রসাদে চলমান ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাকে।

শাসনকার্য বুঝে নিতে রানী ভিক্টোরিয়া প্রাসাদের মন্ত্রীদের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে নিজের উচ্চতার কারণে বিপাকে পড়েন। **মাত্র ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতা নিয়ে তিনি যখন সভায় যোগদান করেন তখন অনেকেই তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো।** যদিও প্রথমদিনের এমন প্রতিকূলতা তাকে মোটেও ভীতসন্ত্রস্ত করেনি। বরঞ্চ তিনি নিজের জন্য বড় উচ্চতার চেয়ার আনার নির্দেশ দেন। আর এতে করে মন্ত্রীরাও খানিকটা বুঝতে পারেন নতুন রানীর সঙ্গে বোঝাপড়া খুব সহজ হবে না।

ভিক্টোরিয়ার শৈশব

ভিক্টোরিয়ার বয়স যখন মাত্র ৮ মাস তখন নিউমনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তার পিতা এডওয়ার্ড মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তার শৈশব কাটে মা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টা জন কনরয়ের অধীনে। কনরয় সবসময় ভিক্টোরিয়াকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইতেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রাজা উইলিয়ামের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। একসময় রাজা তাকে রাজপ্রাসাদের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেন। সেই সাথে প্রাসাদের গুরুত্বপূর্ণ সভায় তার যোগদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

এতে করে শুধুমাত্র রাজপরিবারের সদস্য পরিচয়ে প্রাসাদে বসবাস করছিলেন ছোট্ট আলেক্সান্ড্রিনা ভিক্টোরিয়া এবং তার মা প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া। রাজা উইলিয়ামের নির্দেশে মা-মেয়ের জন্য শুধুমাত্র একটি কক্ষ বরাদ্দ করেছিল প্রাসাদ কর্তৃপক্ষ। ঐ একটি কক্ষেই দিনযাপন শুরু হয় দুজনের। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি প্রয়াত এডওয়ার্ডের স্ত্রী সন্তানের উপর রাজার এমন বিরূপ আচরণ। শিশু বয়সে পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত না করলেও অন্যদের তুলনায় একেবারে ব্যতিক্রম নিয়মে শিক্ষাগ্রহণ করতে বাধ্য হন ভিক্টোরিয়া। তার উপর মানসিক চাপ বাড়িয়ে তোলার জন্য নতুন নতুন নিয়মের মধ্যদিয়ে তার দিনের সময়সূচী নির্ধারণ করা হতো। এমনকি নিজ কক্ষের বাইরে একা হাঁটা নিষিদ্ধ ছিলো তার জন্য।

ভিক্টোরিয়া রানী হওয়ার পর আদালতের মাধ্যমে উপদেষ্টা জন কনরয়ের ক্ষমতা কমিয়ে আনেন। এছাড়াও তখন মায়ের সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়। মূলত ছোটবেলায় নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে তাকে ঘরবন্দী রাখার কারণে প্রতিশোধস্বরূপ তিনি এমনটা করেন বলে ধারণা ইতিহাসবিদদের। যদিও ২ বছর পর লজ্জিত হয়ে উপদেষ্টা জন কনরয় পদত্যাগ করে ইতালিতে পালিয়ে যান। পরবর্তী জীবনে ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে রানী ভিক্টোরিয়া বলেন,

শিশু হিসেবে অখুশি জীবনযাপন? আসলে আমি তখনও বুঝতে পারিনি সুখী জীবনযাপন বলতে মানুষ কী বোঝায়।

রানী ভিক্টোরিয়া একাধিক ভাষায় অভিজ্ঞতা

জন্মের পর থেকে ভিক্টোরিয়া কেনসিংটন প্রাসাদেই বড় হয়েছেন। ঐ প্রাসাদে রাজপরিবারের শিশু, কিশোরদের পাঠদান প্রক্রিয়াকে 'কেনসিংটন সিস্টেম' বলা হতো। ভবিষ্যতে বিভিন্ন উপনিবেশিক অঞ্চলে ভ্রমণের সুবিধার্থে সাধারণ বিষয়ের পাশাপাশি সেখানে বিভিন্ন দেশের ভাষা শেখানো হতো। এই কারণে তিনি নিজেও লাতিন, ফরাসি এবং ইতালীয় ভাষা শেখেন।

অল্প বয়সী রানীকে কুর্নিশ করছেন মন্ত্রীরা;

অন্যদিকে মা জার্মান হওয়ার সুবাদে ছোটবেলা থেকে জার্মান ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন ভিক্টোরিয়া। রাজপ্রাসাদে পড়াশোনার বাইরে বেশিরভাগ সময় নিজ কক্ষে কাটানোর ফলে জার্মান ভাষাচর্চা আরও বেড়ে যায়। এছাড়াও তার স্বামী প্রিন্স আলবার্টও ছিলেন জার্মান রাজপুত্র। আর এই কারণে সাংসারিক জীবনেও মাত্রাতিরিক্ত জার্মান ভাষায় অভ্যস্ত ছিলেন রানী ভিক্টোরিয়া। যদিও প্রিন্স আলবার্ট শুদ্ধ ইংরেজিও বলতে পারতেন। তবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে রানী ভিক্টোরিয়া উপনিবেশিক অঞ্চলের চমৎকার কিছু ভাষা শিখেছিলেন।

ভারতবর্ষের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর প্রায়শই এই অঞ্চলে নিযুক্ত স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন ভিক্টোরিয়া। ১৮৮৭ সালের আগস্ট মাসে উইন্ডসর প্রাসাদে একদল ভারতীয় কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। তাদের মধ্যে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আবদুল করিমের কাছ থেকে তিনি হিন্দি এবং উর্দু ভাষা শেখেন। এই প্রসঙ্গে রানী ভিক্টোরিয়া তার ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখেন,

আমি চাকদের সঙ্গে কথাবলার জন্য অল্প অল্প করে হিন্দুস্তানি ভাষা শিখছি। এটা আমার জন্য অনেক বড় আগ্রহ সেখানকার ভাষা এবং মানুষ সম্পর্কে জানতে পারা। ব্যক্তিগতভাবে এর আগে আমার কখনো এমন বাস্তবিক অভিজ্ঞতা হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে তার প্রশাসনিক সম্পর্ক

ছয় দশকের শাসনামলে তার অধীনে মন্ত্রীসভায় বহু ব্যক্তির উত্থান-পতন ঘটেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ রানীর প্রিয় হতে পেরেছেন, কেউ বা বহু রকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। তবে তার

প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টি করেন লর্ড মেলবোর্ন। ১৮ বছর বয়সে ভিক্টোরিয়া যখন ব্রিটিশ সিংহাসনে বসেন তখন লর্ড মেলবোর্ন ছিলেন মন্ত্রীসভার প্রধান। শাসনামলের প্রথমেই রানী ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন এই বুড়ো প্রধানমন্ত্রীর কারণে।

মন্ত্রীদের সঙ্গে সভায় রানী ভিক্টোরিয়া

লর্ড মেলবোর্ন নানাভাবে অল্পবয়সী ভিক্টোরিয়াকে প্ররোচিত করতে চাইতেন। এমনকি তিনি গুজব রটান যে ভিক্টোরিয়াকে তিনি বিয়ে করতে চলেছেন। বিপত্নীক লর্ড মেলবোর্নের এমন আচরণের কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রানীকে মিসেস মেলবোর্ন হিসেবে কটাক্ষ করতো অনেকে। আর এসবের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে রানী ভিক্টোরিয়া জনসম্মুখে ঘোষণা দেন লর্ড মেলবোর্নকে তিনি শুধুমাত্র নিজের পিতার চোখে দেখেন। পরবর্তীতে বেঞ্জামিন ডিসরেলি নামক একজন মন্ত্রীও রানীকে কব্জা করার জন্য চিঠি ও কবিতা লিখে পাঠাতেন।

রানী ভিক্টোরিয়া একাধারে গ্র্যান্ডমাদার অব ইউরোপ হিসেবেও বিখ্যাত

২১ বছরের বৈবাহিক জীবনে রানী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স আলবার্টের ঘরে সর্বমোট ৯ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগই ইউরোপের বিভিন্ন রাজপরিবারে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এতে করে তার বংশধররা গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসবিদদের মতে জার্মানি, গ্রিস, রাশিয়া, রোমানিয়া, নরওয়ে এবং সুইডেনের রাজপরিবারে সবমিলিয়ে রানী ভিক্টোরিয়ার নাতিনাতনি ছিলেন ৪২ জন।

ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স আলবার্টের বিয়ের অনুষ্ঠান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করা জার্মানির কায়সার উইলহেম, রাশিয়ার তাসারিনা আলেক্সান্দা, ব্রিটেনের পঞ্চম জর্জ সবাই ছিলেন রানী ভিক্টোরিয়ার নাতি-নাতনি। কায়সার উইলেহম তখন বলেছিলেন যদি তার দাদি বেঁচে থাকতো তবে কখনোই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হতো না। অন্তত তিনি কখনোই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করার মতো অপমানজনক কাজ মেনে নিতেন না।

রানী ভিক্টোরিয়া ছয়বার হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে ফিরেন

রাজপরিবারের কলহ নতুন কিছু নয়। ইতিহাস বলে প্রায় সকল সাম্রাজ্যের রাজপরিবারে কলহ, ষড়যন্ত্র লেগেই থাকতো। আর সিংহসনে বসার বাসনা রাজপরিবারের সবার মাঝেই কম-বেশি কাজ করে। যদিও রানী ভিক্টোরিয়াকে হত্যাচেষ্টার সঙ্গে রাজপরিবারের কাউকে সরাসরি জড়িত থাকতে দেখা যায়নি। বরঞ্চ ধারণা করা হয় তার পরে সিংহাসনের উত্তরসূরিরা গোপনে এসব করাতেন।

রানী ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স আলবার্ট

১৮৪০ সালের জুনে প্রথম সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় ভিক্টোরিয়া প্রিন্স আলবার্টের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন। ঠিক সন্ধ্যায় তাদের লক্ষ্য করে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। প্রিন্স আলবার্ট খুব অল্প সময়ের মধ্যে চালককে দিয়ে গাড়ি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। কয়েক মুহূর্ত দেরি হলে হয়তো গুলিবিদ্ধ হতেন রানী ভিক্টোরিয়া। এই ঘটনার পর হত্যাচেষ্টার অভিযোগে এডওয়ার্ড অক্সফোর্ড নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও আদালতে উন্মাদ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে মুক্ত করে দেন রানী ভিক্টোরিয়া। অতঃপর ১৮৫০ সালে রানী নিজেই নিজের বাহন চালিয়ে বাকিংহাম প্যালেস অতিক্রম করছিলেন। সে সময় অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য রবার্ট পেট রানীর মাথায় বেত্রাঘাত করে। পরবর্তীতে তদন্ত করে জানা যায় বেতটির ওজন ৩ আউন্সের কম ছিলো বলে রানীর তেমন ক্ষতি হয়নি। অন্যথায় বড়সড় বিপদ হতে পারতো। একইভাবে ১৮৪২, ১৮৪৯ ও ১৮৭২ সালে একাধিকবার রানী ভিক্টোরিয়া নিজের বাহনে হামলার শিকার হন।

১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত সময়টাতে ভিক্টোরিয়া একজন উত্যক্তকারীর পাল্লায় পড়েন। সংবাদপত্রের শিরোনামে ঐ ছেলেকে 'দ্য বয় জোনস' নামে উল্লেখ করা হয়েছিল। এডওয়ার্ড জোনস নামক ঐ ব্যক্তি একাধিকবার বাকিংহাম প্রাসাদের নিরাপত্তা ফাঁকি দিয়ে রানীর কক্ষে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। আটক হওয়ার পর তার কাছে রানীর অন্তর্বাস পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, এডওয়ার্ড জোনস রানী ভিক্টোরিয়াকে গোপনে অনুসরণ করতো।

প্রিন্স আলবার্টের মৃত্যুতে রানীর দীর্ঘ শোক

টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে ১৮৬১ সালের ১৪ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো ৪২ বছর। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কাজে নিজের সবচেয়ে আস্থাভাজন ব্যক্তিকে হারিয়ে রানী ভিক্টোরিয়া মানসিকভাবেও বিপন্ন হয়ে পড়েন। এছাড়াও তিনি প্রিন্স আলবার্টকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। আলবার্টের শোক কাটিয়ে উঠতে ২ বছরেরও বেশি সময় তিনি রাজকার্যের বাইরে ছিলেন। পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকেই যেতে থাকে। তিনি কোনোভাবেই শোক কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না। এতে করে ব্রিটেনের জনগণের নিকট তার জনপ্রিয়তা কমতে থাকে।

রানী ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স আলবার্ট

১৮৭০ এর দশকে রানী ভিক্টোরিয়া ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফেরেন। এক দশক সময় নিয়েও তিনি প্রিন্স আলবার্টের শোক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। যদিও সে সময় তার একাধিক অন্তরঙ্গ সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। মূলত মানসিকভাবে বিচলিত হয়ে রানী এসব সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন বলে ধারণা করেন রাজপ্রাসাদের ব্যক্তিবর্গ। প্রিন্স আলবার্টের পর রানীর কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সান্নিধ্য পেয়েছিলেন স্কটিশ চাকর জন ব্রাউন। তবে ভিক্টোরিয়া পরবর্তীতে আর কখনোই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি। তিনি প্রতিদিন প্রিন্স আলবার্টের ছবি জড়িয়ে ঘুমোতেন এবং কালো পোশাক পরিধান করতেন। কথিত আছে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৪০ বছর যাবত রানী ভিক্টোরিয়া প্রতিদিন সকালে একটি করে নতুন পোশাক প্রিন্স আলবার্টের স্মরণার্থে রাখতেন।

রানী ভিক্টোরিয়ার সমাধি প্রক্রিয়া

১৯০১ সালের ২২ জানুয়ারি ৮১ বছর বয়সে রানী ভিক্টোরিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তাকে যাতে কবর দেয়া না হয় সে ব্যাপারে আগেই সতর্ক করেছিলেন তিনি। আর এই কারণে তাকে কফিনে সমাধিস্থ করা হয়। সমাহিত করার প্রক্রিয়াটি ছিলো দীর্ঘ। আর্দ্রতাহীন কফিনের মেঝেতে কয়লা ছড়িয়ে সেখানে তাকে বদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তাকে সমাহিত করার পূর্বে তার চুল কেটে সাদা সিল্কের গাউন পরানো হয়েছিল। রাজপরিবারের ডিউকগণ এবং নতুন রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড তার মরদেহ কফিনে রাখেন। অতঃপর তারা রানীর কক্ষ ত্যাগ করেন।

রানীর চাকররা তার ইচ্ছানুযায়ী গোপন সকল জিনিস একে একে তার কফিনে রাখেন। তিনি এমন কিছু গোপন জিনিস সংরক্ষণ করেছিলেন যেগুলোর খবর স্বয়ং তার সন্তানরাও জানতেন না। ব্যক্তিগত চাকর জন ব্রাউনের মায়ের বিয়ের আংটি, ব্রাউনের একটি রুমাল, ছবি এবং খানিকটা চুল কফিনে জায়গা পেয়েছিল। সেই সাথে বিয়ের পর্দা দিয়ে রানীর মুখ ঢেকে দেয়া হয়। সকল কার্যক্রম শেষে ৪ ফেব্রুয়ারি রানীকে উইন্ডসর প্রাসাদের পাশে স্বামীর সমাধির পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

ছবিতে সন্তান ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে রানী ভিক্টোরিয়া

ইউরোপজুড়ে সবাই ছিলেন আত্মীয়

ইউরোপের সবাই ছিল রানীর আত্মীয়। রানী ভিক্টোরিয়ার বাবা ছিলেন ব্রিটিশ রাজপরিবারের সন্তান আর মা ছিলেন জার্মান রাজপরিবারের সন্তান। রানীর নয় ছেলেমেয়ের সবাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজকুমার ও রাজকুমারীদের বিয়ে করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাজপরিবারে রানী ভিক্টোরিয়ার নাতি-নাতনি কিংবা পুতি রয়েছে। ইউরোপের রাজপরিবারগুলোর সঙ্গে আত্মীয়তার এ সম্পর্ককে কূটনৈতিকভাবেও ব্যবহার করেছিলেন তিনি। ফলে তার শাসনকালে যুদ্ধ এড়িয়ে অনেকটা স্থিতিশীল সময় কাটিয়েছে ব্রিটেন। রানীর বিয়েটা ছিল দারুণ ঘটনা। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য অনুপ্রেরণীয় ভিক্টোরিয়ার ১৭তম জন্মদিনে জার্মানি থেকে তার আত্মীয়রা বেড়াতে আসে। তাদের মধ্যে ছিলেন তার খালাতো ও মামাতো ভাই-বোনেরা। এদের মধ্যে অ্যালবার্টকে খুব পছন্দ করেছিলেন ভিক্টোরিয়া। কিন্তু এই অ্যালবার্টকে রানী হওয়ার পর ভিক্টোরিয়া বিয়ে করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথা ভেঙে রানীই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কারণ কারও পক্ষে ব্রিটেনের রানীকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া তখন সম্ভব ছিল না। অ্যালবার্ট কখনোই ব্রিটেনের রাজা হননি। ভিক্টোরিয়া তাকে পছন্দ করলেও অ্যালবার্ট মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। ১৮৬১ সালে ৪২ বছর বয়সে মারা যান তিনি। অ্যালবার্টের মৃত্যুতে ভিক্টোরিয়া ভীষণ ভেঙে পড়েন। তিনি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সে সময় ব্রিটেনের লোকেরা শোকের প্রতীক

হিসেবে কিছুদিন কালো পোশাক পরত। কিন্তু রানী ভিক্টোরিয়া বাকি জীবনের পুরো সময় কালো পোশাক পরে কাটিয়েছেন।

করিম কাহিনি

আবদুল করিম নামটা পড়ে অনেকেই হয়তো ভাবছেন কে এই করিম কিংবা রানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি! রানীর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারত থেকে রানীর খেদমত ও রান্না-বান্না করার জন্য দুজন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। আবদুল করিম ছিলেন তার মধ্যে একজন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রানীর প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন তিনি। উর্দু ভাষা ও কোরআনের শিক্ষক। রানী ভালোবেসে আবদুল করিমকে ডাকতেন 'মুন্সী' বলে। পরে তাদের প্রেম হয়। রানীর মৃত্যুর পর করিমের সঙ্গে তার প্রেমকাহিনির সব প্রমাণ মুছে ফেলতে স্থিরচিত্র, চিঠিপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিল তার ছেলে। এই সম্পর্কের কথা পরে আরও জানা যায় আবদুল করিমের লেখা একটি ডায়েরি থেকে। ১৯০১ সালে রানীর মৃত্যুর পর ভারত ফিরে যান আবদুল করিম।

Major poets and authors of the Victorian Period

ভিক্টোরীয় যুগকে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে, এর কিছুদিন আগে ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব হয়েছে এবং ব্রিটেনের কলোনি এত বিস্তৃত হয়েছে যে ***বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্তমিত হয় না***। শিল্প বিপ্লবের ফলে যথারীতি উৎপাদন ব্যবস্থায় একটা বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এর প্রভাব পড়েছে তার মানুষের উপর। পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন বুর্জোয়া, পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর বিকাশ হচ্ছে। এর প্রভাব অবশ্যই পড়েছে শিল্প-সাহিত্য ও দর্শন ও রাজনীতিতে।

1. Lord Alfred Tennyson: (টেনিসন, ১৮০৯-১৮৯২)

- Wordsworth এর মৃত্যুর পর ১৮৫০ সালে তিনি England এর Poet laureate নির্বাচিত হন। (Poet Laureate মানে 'সভাকবি'/ court poet of England)
- He was a **representative/ Lyric poet** of the Victorian age. তাকে ভিক্টোরিয়ান যুগের সর্বপ্রধান কবি হিসেবেও গণ্য করা হয়।
- তিনি Cambridge University তে পড়াশুনা করেন।
- তিনি William Shakespeare কে **"Dazzling Sun"** উপাধি দিয়েছেন।

Famous elegy (শোকগীতি):

- **In Memoriam**

(এটি কবির বন্ধু Arthur Henry Hallam এর মৃত্যু নিয়ে লেখা)

It is a requiem for the poet's beloved Cambridge friend Arthur Henry Hallam, who died suddenly of a cerebral haemorrhage in Vienna in 1833, aged 22.

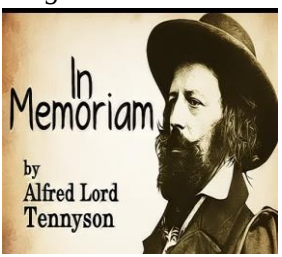

Famous comedies:

1. The Falcon
2. Queen Marry

(তবে Queen Mab হলো Shelly'র একটি বিখ্যাত কবিতা)

3. Harold

Famous Poems of Tennyson:

a) **Oenone** (ইনোনীঃ daughter of River-God)

Oenone, in Greek mythology, a fountain nymph of Mount Ida, the daughter of the River Cebren, and the beloved of Paris, a son of King Priam of Troy. Oenone and Paris had a son, Corythus, but Paris deserted her for Helen. Bitterly jealous, Oenone refused to aid the wounded Paris during the Trojan War, even though she was the only one who could cure him. She at last relented but arrived at Troy too late to save him. Overcome with grief, she committed suicide.

b) **Ulysses** (ইউলিসিস, গ্রিক বীর)

(ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ী বীর ইউলিসিস ১০ বছর-স্থায়ী ট্রয়ের যুদ্ধ শেষে তার নিজ রাজ্য ইথাকায় ফিরে আসেন। স্বদেশে স্বরাজ্যে ফিরে আসতে তাঁর আরো দশ বছর সময় লাগে। ইতোমধ্যে তার পুত্র টেলিমেকাস পূর্ণ যুবক, স্ত্রী পেনিলোপি সম্পূর্ণ বৃদ্ধা।পুত্র ইথাকা রাজ্য শাসন করছেন। কিন্তু পিতা ইউলিসিস নিজে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না। তিনি বয়সের ভারে নুজ হলেও মানসিক সাহসে তরুণ। ইউলিসিস আবার নতুন অভিযানে যেতে চান। আমাদের জাতীয় কবি তাই হয়তো যথার্থ বলেছেন "বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।" তবে একই নামে **James Joyce** এর বিখ্যাত Novel আছে।

মনে রাখুন: গ্রিক নায়ক Odysseus (ওডিসি) রোমান পুরাণে ইউলিসিস হিসাবে পরিচিত।

c) **Lotus Eaters** (পদ্ম খেঁকো)

d) The Lady of Shalott (তবে The Lady of the Lake নামে বিখ্যাত কবিতাটি লিখেছেন *নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিওডের* ঔপন্যাসিক Sir Walter Scott)

e) **Locksley Hall** (এর নায়িকা: এমি)

f) Tears Idle Tears

g) **Tithonus** (টিথোনাস মর্তের মানুষ; কিন্তু বিয়ে করেছিলেন ঊষা দেবী Aurora কে।

(গ্রিক পুরাণে ঊষাদেবী *অরোরার* চোখে পড়ে ট্রয় নগরের এক সুদর্শন কিশোরকে, নাম তার *টিথোনাস*। দেবী তাকে বিয়ে করে নিয়ে যায় পূর্বাচলের ঊর্ধ্বাকাশে তার মেঘালয়ে। দেবীর প্রেমে অভিভূত কিশোর তার কাছে বর চায় যেন দেবতাদের মতো সেও অমর হতে পারে। দেবী তার জন্য অমরত্বের ব্যবস্থা করে। কিন্তু টিথোনাস প্রেমের উত্তেজনায় অমরত্বের সঙ্গে চিরযৌবনও চাইতে ভুলে গেছে। অতএব , তার বয়স বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে বাড়ে বার্ধক্যের রোগ-শোক-দুঃখ-জরা আর অন্যান্য যত বালাই। এখন সে মরতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কাহিনির অসহায়ত্ব এমনই যে একবার বর দিলে সেটার কোনো রকমফের করা দেবদেবীর পক্ষেও সম্ভব হয় না। এ রকম এক কাহিল অবস্থায় টিথোনাস অরোরার কাছে মিনতি করে নানা কথা বলছে। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজ কবি টেনিসন তাঁর কবিতায় দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন টিথোনাসের এই বিলাপ-কাহিনি)

h) The Two Voices

i) Vision of Sin

j) The Charge of the Light Brigade

k) The Lover's Tale

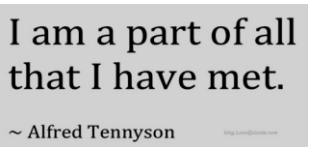

l) **Morte D' Arthur** (এই কবিতাটি পৌরাণিক **রাজা মর্টি ডি আর্থারকে** নিয়ে লেখা। এতে পৌরাণিক Excaliber তরবারির কথা বলা হয়েছে। **মনে রাখুন:** *Morte D' Arthur* নামে একটি বিখ্যাত prose লিখেছেন Middle English Period এর কবি Sir Thomas Malory; See *at page- 19*)

Famous quotes of Tennyson:

i) Sorrows are the best educator.

ii) A man can see farther through a tear than a telescope.

i) **The old order changeth yielding place to new.** *(Morte D' Arthur)*
(ভাবার্থ: এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান)

iv) **I will never rest from travels**
I will drink life to the lees. *(Ulysses)*
(আমি আমার জীবনের পরিভ্রমণ থেকে বিরতি নেব না। সর্বশেষ শক্তিবিন্দু দিয়ে জীবনকে উপভোগ করব)

v) Authority forgets a dying king. *(Morte D' Arthur)*

vi) **More things are wrought out by prayers.** *(Morte D' Arthur)*
(প্রার্থনায় অনেক রোগ নিরাময় হয়)

vii) Death is the end of life, Ah! why should life all labour be.
মৃত্যুই তো জীবনের সমাপ্তি। তাহলে এত পরিশ্রম করে কী লাভ? *(Lotus Eaters)*

viii) **Knowledge comes but wisdom lingers**. *(Locksley Hall)*

ix) It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all. *(In Memorium)*

x) Who are wise in love, love most, say least.

হোমারের ওডিসি মহাকাব্যের নায়ক ইউলিসিস এক দৈত্যকে অন্ধ করে দিয়ে বলেছিল, তার নাম 'কেউ না'। তারপর দৈত্যের বন্ধুরা যতই জানতে চায়, কে তোমার এমন করল? দৈত্য সত্য বলেছিল। বলেছিল, তার নাম 'কেউ না'।

2. Robert Browning: (1812-1889)

- ✓ He was a famous poet, playwright and psycho-analyst of the Victorian period.
- ✓ তার স্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত কবি এলিজাবেথ ব্যারেট। *(See at page - 124)*
- ✓ তিনি বলেছেন, Italy was my university.
- ✓ তিনি কবি P B Shelley এর great admirer (বিশেষ অনুরাগী) ছিলেন
- ✓ He was a famous poet of **Dramatic Monologue** (নাটকীয় স্বগতোক্তি/ বা নাটকীয় একক ভাষণের কবিতা).

> ➢ যে কবিতায় একজন Speaker এবং এক বা একাধিক শ্রোতা থাকে, তবে শ্রোতা কোনো কথা বলে না তাকে ***Dramatic Monologue*** বলে।
> ➢ বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ Dramatic Monologue হলো কবি জসীম উদ্‌দীনের ***কবর*** কবিতা।

Books of poems:

- ➢ Men and Women (অমিত্রাক্ষর ছন্দে)
- ➢ Dramatic Lyrics
- ➢ The Ring of the Book

Robert Browning

Famous poems:

1. My Last Duchess (বিগত পত্নী)
2. Andrea Del Sarto (শিল্পী এন্ড্রিয়া)
3. Porphyria's Lover (পোরফাইরিয়ার প্রেমিক)
4. A Grammarian's Funeral (ব্যাকরণবিদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া)
5. Home Thoughts from Abroad (A political peom)
6. Rabbi Ben Ezra (একজন ইহুদি পণ্ডিত; ইহুদিদের ধর্মযাজককে 'র‍্যাবাই' বলা হয়)
7. Fra Lippo Lippi (লিপ্পু লিপ্পি)
8. The Pied Piper of Hamelin (শিশুতোষ কবিতা)
9. The Patriot (তবে Patriotism কবিতাটি লিখেছেন Sir Walter Scott)
10. The Ring and the Book (an epic poem)

Famous Quotes of Robert Browning:

i. Ignorance is not innocence but sin (The Inn Album)
ii. So absolutely good is truth/ Truth never hurts the taller.
iii. Oppression makes the wise man mad.
iv. God is in the Heaven /All is right with the world.
v. **Thus I enter & thus I go**! এভাবে আমার আগমন এবং এভাবেই প্রস্থান-**The Patriot**)

3. Matthew Arnold: (ম্যাথু আর্নল্ড, 1822-1888)

- **Title**- Melancholic / Elegiac poet (বাংলা সাহিত্যে দুঃখবাদী কবি- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)
- তিনি Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বছর Professor of Poetry হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।
- He was also a critic and essayist.

Famous books:

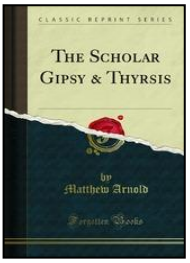

a) The Study of Poetry
(এটি সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ)
b) Literature and Dogma
c) Culture and Anarchy (কাব্যগ্রন্থ)
d) Essays in Criticism

Famous elegies:

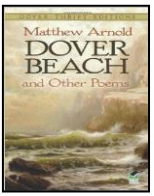

i) Rugby Chapel (কবির বাবার মৃত্যু নিয়ে লেখা)
ii) **Thyrsis** (থাইর্সিস; কবির বন্ধু Arthur Clough এর মৃত্যু নিয়ে লেখা)
iii) **Heine's Grave** (কবির ভাই Heine'র মৃত্যু নিয়ে লেখা)

Famous poems:

i) **Dover Beach** (ডোভার সৈকত; *ডোভার প্রণালী* ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে পৃথক করেছে)
ii) **The Scholar Gypsy** (যাযাবর পণ্ডিত)
iii) Cromwell

i) Sohrab and Rustom

(পারস্যের মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসী রচিত ***শাহনামা*** মহাকাব্যের একটি অংশ হল ***সোহরাব-রুস্তম***। পারস্য বীর রুস্তম ছিলেন সম্রাট কায়কাউসের প্রিয়পাত্র। একবার তাঁর একটি ঘোড়া হারিয়ে গেলে তিনি সেটা খুঁজতে চলে যান আরেক রাজ্য সামানগানে। তিনি সেখানে সামানগানের রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালেই তিনি প্রণয়ের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন রাজকুমারী তাহমিনার সঙ্গে। তাহমিনার সঙ্গে প্রেমের কিছুদিন পর রুস্তম পারস্যে ফিরে যান। নিজ দেশে গিয়ে তিনি আর কোনো দিনই সামানগানে ফেরেননি। এদিকে, প্রণয়ের ফল হিসেবে তাহমিনার গর্ভে জন্ম নেয় এক পুত্রসন্তান। নাম রাখা হয় তাঁর সোহরাব। তিনি হয়ে ওঠেন মস্ত এক বীর। সময়ের ফেরে একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি হন বাবা-ছেলে, দুই বীর, সোহরাব-রুস্তম। অবিস্মরণীয় এক যুদ্ধে বাবার হাতে নিহত হন ছেলে সোহরাব। সবাইকে ছুঁয়ে যাওয়া পারস্যের এই লোককাহিনি তো শাহনামা থেকেই উৎকলিত।

Arnold's poem *Sohrab and Rustom* retells this famous episode from Ferdowsi's Persian epic *Shahnameh* relating how the great warrior Rustum unknowingly slew his long-lost son Sohrab in single combat.)

Famous quotes:

- Truth sits upon the lips of dying men. (মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি সত্য কথা বলে দেয়)
- Poetry is the criticism of life.
- The sea of Faith
  Was once, too, at the full. *(Dover Beach)*

4. Charles Dickens: (1812-1870)

মনোরঞ্জন করা যদি একটি শিল্প হয় তাহলে চার্লস ডিকেন্স একজন অসাধারণ শিল্পী। তিনি মানুষের হাসি-কান্না, দু:খ-কষ্ট নিয়ে কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের সংগ্রামের জয়কে দেখাতে চেয়েছেন তার সাহিত্যে। তার উপন্যাসের জনপ্রিয়তাকে তুলনা করা যায় শেক্সপীয়রের নাটকের জনপ্রিয়তার সাথে। **তার লেখনির মধ্যে সমসাময়িক লন্ডন ও তার মানুষ ও জীবনসংগ্রাম** এমনভাবে উঠে এসেছে যার কারণে তাকে ***ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বিশেষ সংবাদদাতা*** *(like a special correspondent for posterity)* হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

Title: Greatest novelist in the Victorian Period (ভিক্টোরিয় যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক)

প্রথম গ্রন্থ: Sketches By Boz

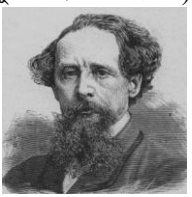

Famous novels:

i) **David Copperfield** (আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস; এতিম শিশু ডেভিড কপারফিল্ডের বড় হয়ে উঠা এবং সৎ বাবার নির্মম নির্যাতনের কাহিনী)

ii) Oliver Twist (একটি বালকের দুর্বিষহ জীবন কাহিনী)

iii) **Great Expectations** (কেন্দ্রীয় চরিত্র- **Pip**, Estella, Miss Havisham; পিপ নামে এক ইংরেজ বালকের বড় হয়ে ওঠার গল্প)

iv) **A Tale of Two Cities** (দুই শহর- লন্ডন ও প্যারিস; ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষিতে লেখা; কিন্তু A Tale of a Tub লিখেছেন Jonathon Swift)

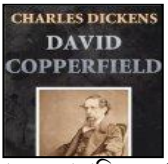

v) A Christmas Carol

vi) The Bleak House

vii) The Pickwick Papers

viii) Little Dorrit

ix) **Hard Times** (তৎকালীন ইংল্যান্ডের সামাজিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার বিবরণ)

x) Our Mutual Friend

xii) The Old Curiosity Shop (জুয়ার নেশায় সর্বনাশ হওয়ার কাহিনী)

xi) The Mystery of Edwin Drood (এটি অসমাপ্ত উপন্যাস)

xiii) The Battle of Life (তবে *The Battle of the Books* লিখেছেন জোনাথন সুইফট)

Famous quote:

Charity begins at home and justice begins next door. (বদান্যতা ঘর থেকে শুরু হয়)

অলিভার টুইস্ট

সত্যিকারের দুর্ভাগ্য নিয়েই যেন জন্মেছিল অলিভার। জন্মের পরপরই সে তার মা'কে হারায়। হারিয়ে ফেলে তার সত্যিকারের পরিচয়। কেননা, যে হাসপাতালে তার অসুস্থ মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, সেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পথ থেকে কুড়িয়ে। কেউ তাকে চিনত না, জানত না। তাই তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল তার শিশু পুত্রের নাম ও বংশ পরিচয়। এরপর শিশু অলিভার স্থান পেল এক এতিমখানায়। সেখানে একদল দামাল ছেলের সাথে অযত্নে, অবহেলায় বেড়ে উঠতে থাকে।

অলিভারের বয়স যখন নয় বছর পূর্ণ হলো তখন তাকে নিয়ে আসা হলো এতিমখানার প্রধান কেন্দ্রে। কেন্দ্রের অন্যতম কর্মকর্তা মিঃ বাম্বল অলিভারের নাম রাখলেন- অলিভার টুইস্ট। এতিমখানায় পেট পুরে খেতে দেয়া হতো না, আধপেটা খেয়ে সে একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেল। একদিন আরেকটু খেতে চাইবার কারণে অলিভারকে মিঃ সোয়ারবেরী নামে এক কফিন ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেয়া হলো। মিসেস সোয়ারবেরী কিশোর অলিভারকে দেখে খুশি হতে পারলেন না। তাদের বাড়িতে তাকে কাজের ছেলে হিসেবে থাকতে হতো। সবার খাওয়া হলে যা বাঁচতো তাই তাকে খেতে হতো। শুতে হতো টেবিলের নিচে, আর পান থেকে চুন খোয়া গেলেই শুনতে হতো কটুকথা। মারধোর করা হতো। কয়েকদিনের মধ্যে অলিভারের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো, একদিন ভোরবেলা সেখান থেকে পালিয়ে পায়ে হেঁটে লন্ডন যাত্রা করলো।

দীর্ঘ সাতদিন পায়ে হেঁটে একদিন সকালে ক্লান্ত, অবসন্ন ও ক্ষুধার্ত অলিভার লন্ডন শহরের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো। সেখানে সে একটি দুষ্টু তরুণের পাল্লায় পড়ে। এই তরুণের নাম ডকিন্স। সে তাকে পকেটমার ও চোরদের আড্ডায় নিয়ে যায়। এখানে অলিভারের সাথে পরিচয় ঘটে দুষ্টুচক্রের সর্দার ফ্যাগিনের সাথে। প্রথমে অলিভার বুঝতে পারেনি যে সে অপরাধী চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সে বসে বসে লক্ষ্য করতো ফ্যাগিন বেশির ভাগ সময় তার শিষ্যদের পকেটমারের কৌশল শিখিয়ে থাকে।

একদিন 'ডজার' ও চার্লিবেটস্ নামে দুই চোরের সাথে অলিভারকে বাইরে পাঠানো হলো। তারা যখন একটি বইয়ের দোকানের সামনে এক বৃদ্ধ ক্রেতার পকেট মারছিল তখন আতঙ্কে পালাতে গিয়ে নির্দোষ অলিভার ধরা পড়ে প্রহৃত হল এবং থানায় গেল। অলিভার নির্দোষ জেনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক মিঃ ব্রাউন অলিভারকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন পোষ্য-পুত্র রূপে পালনের উদ্দেশ্যে। দিনগুলো ভালই কাটছিল। কিন্তু এখানে দুর্ভাগ্য তার পিছু ছাড়লো না। একদিন কয়েকটি বই এবং ৫ পাউন্ডের একটি নোট হাতে নিয়ে অলিভারকে বইয়ের দোকানে পাঠানো হল। পথিমধ্যে ন্যান্সি নামের এক দুষ্টু মেয়ে ও বিল সাইক্স তাকে জোর করে ফ্যাগিনের কাছে নিয়ে গেল এবং সেখানে আটকে রাখলো। কিছুতেই সে অলিভারকে মুক্তি দিতে রাজী হলো না।

এক রাতে বিল সাইক্স অলিভারকে নিয়ে টেমস্ নদীর তীরে এক বাড়ির সামনে গেল। চুরি করার উদ্দেশ্যে শীর্ণকায় অলিভারকে রান্নাঘরের ছোট জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিল। চুরির কোন ইচ্ছেই তার ছিল না। মনস্থির করেছিল বাড়ির মালিককে চোরদের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবে। কিন্তু তার আগেই বাড়ির কাজের লোক তার উপস্থিতি টের পেয়ে অলিভারকে গুলি করে সাংঘাতিক জখম করে। বিল সাইক্স তাড়াতাড়ি করে অচেতন অলিভারকে জানালার বাইরে টেনে দৌড়ে পালাতে লাগলো। পেছনে মানুষের নাগালের বাইরে যেতে অর্ধমৃত অলিভারকে একটা মাঠে ফেলে পালিয়ে গেল।

পরদিন অলিভার জ্ঞান ফিরে পেল। গত রাতে যে বাড়িতে গিয়েছিল সেখানে নিজেকে টেনে নিয়ে গেল। গৃহকর্ত্রী ও তার পালিত কন্যা রোজ তার সরলতায় মুগ্ধ হলো। তাকে তারা পুলিশে দিল না। বুঝলো সে ইচ্ছে করে চোরের দলে যায়নি। অলিভার তার অতীত জীবনের কথা সব খুলে বললো। তার দিনগুলো এখানে ভালই কাটছিল কিন্তু একদিন জানালার বাইরে

বিল সাইক্স ও তার এক অসৎ মঙ্কস জানালার বাইরে থেকে তাকিয়ে রইলো। অলিভার চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার শুনে তারা পালিয়ে গেল। সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে অলিভারকে রক্ষা করতে লন্ডনে পাঠানো হলো। বিল সাইক্সের সঙ্গিনী ন্যান্সির হৃদয়ে অলিভারের প্রতি এক মমতা কাজ করতো। লুকিয়ে সে মঙ্কস্ ও ফ্যাগিনের কথা শুনে ব্রাউনলোকে সব জানায়। মিঃ ব্রাউনলো ও মি. লোসবোর্ন জানতে পারে মঙ্কস নামের ব্যক্তিটি আসলে তার বৈমাত্রেয় ভাই। সে সব সম্পতি গ্রাস করতে চায়। তাদের পিতার উইলে ছিল অলিভার যদি কোন দুর্নামের কাজ করে তবে সে কোন কিছুই পাবে না। অলিভারকে পৈত্রিক সম্পতি থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে চুরির কাজে লিপ্ত করার জন্য ফ্যাগিন কে নিয়োজিত করেছিল মঙ্কস্। ফ্যাগিন এই কাজে ন্যান্সি এবং বিল সাইক্সের ওপর ন্যস্ত করে, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বিজলী বরন সেন পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র **'মানিক'** অলিভার টুইস্ট এর কাহিনী অবলম্বনে প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে।এতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ।

ডেভিড কপারফিল্ড চার্লস ডিকেন্সের লেখা অষ্টম উপন্যাস। বইটির পুরো নাম ***দ্য পারসোনাল হিস্ট্রি, অ্যাডভেঞ্চার্স, এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড অবজার্ভেশন অফ ডেভিড কপারফিল্ড, দ্য ইয়াংগার অফ ব্লান্ডারস্টোন রুকারি (হুইচ হি নেভার মেন্ট টু পাবলিশ অন এনি অ্যাকাউন্ট)***।

এই উপন্যাসে শিশু ডেভিড কপারফিল্ডের বড় হয়ে ওঠার গল্প বলা হয়েছে। ইংল্যান্ডের নরফোক কাউন্টির গ্রেট ইয়ারমাউথের কাছে ব্লান্ডারস্টন নামে এক জায়গায় ১৮২০ সালে ডেভিড কপারফিল্ডের জন্ম হয়েছিল। তার জন্মের ছয় মাস আগে তার বাবা মারা যায়। ডেভিডের যখন সাত বছর বয়স তখন তার মা মিস্টার এডওয়ার্ড মার্ডস্টোনকে বিয়ে করেন। মিস্টার মার্ডস্টোনের সঙ্গে তাঁর বোন জেনও ডেভিডদের বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন। ডেভিড দু'জনকেই অপছন্দ করত। পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়লেই মিস্টার মার্ডস্টোন ডেভিডকে মারধর করতেন। এইরকম মারধর করার সময় একবার ডেভিড তাঁকে কামড়ে দেয়। তারপরই ডেভিডকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সালেম হাউস নামে একটি বোর্ডিং স্কুলে। এই স্কুলের হেডমাস্টার মিস্টার ক্রিকল খুব কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। এখানেই জেমস স্টিয়ারফোর্থ ও টমি ট্র্যাডলস নামে দুটি ছেলের সঙ্গে ডেভিডের বন্ধুত্ব হয়। উপন্যাসের পরবর্তী অংশে এই দুটি চরিত্রের উপস্থিতি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

ছুটির সময় ডেভিড বাড়ি ফিরে দেখল তার মায়ের একটি ছেলে হয়েছে। সালেম হাউসে ফিরে যাওয়ার পর একদিন সে খবর পেল, তার মা আর তার ছেলে দু'জনেই মারা গেছে। ডেভিড তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল। মিস্টার মার্ডস্টোন তাকে লন্ডনের একটি কারখানায় কাজ করতে পাঠালেন। মিস্টার মার্ডস্টোন নিজে ছিলেন ওই কারখানার যৌথ মালিক। ডিকেন্সের নিজে কারখানায় কাজ করেছিলেন। সেই স্মৃতি থেকেই তিনি উপন্যাসের এই অংশের ছবি আঁকেন। এখানেই জীবনের কঠোর সত্য সম্পর্কে অবহিত হয় ডেভিড। কিন্তু কারখানার মালিক মিস্টার উইলকিনস মিকাওবার দেউলিয়া হয়ে ডেটার'স প্রিজনে বন্দী হন। বেশ কয়েক মাস পরে ছাড়া পেয়ে তিনি চলে যান প্লাইমাউথে। এর পর লন্ডনে ডেভিডের দেখাশোনা করার আর কেউ থাকে না। সে পালিয়ে যায়।

ডেভিড হাঁটতে হাঁটতে লন্ডন থেকে চলে আসে ডোভারে। সেখানে সে মিস বেটসি ট্রটউড নামে তার বাবার এক পিসিকে খুঁজে পায়। ডেভিডের এই অর্ধোন্মাদ ঠাকুমাটি মিস্টার মার্ডস্টোনের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও ডেভিডকে লালন পালন করার দায়িত্ব নেন। তিনি ডেভিডের নামটি পালটে দিয়ে রাখেন 'ট্রটউড কপারফিল্ড', সংক্ষেপে 'ট্রট'।

এরপর ধীরে ধীরে ডেভিড বড় হয়ে ওঠে। এই সময় অনেক পরিচিত চরিত্র উপন্যাসের পটে আসে আবার চলেও যায়। এদের মধ্যে আছেন ডেভিডের মায়ের প্রাক্তন বিশ্বস্ত দাসী পেগোটি ও তার পরিবারবর্গ। পেগোটির পিতৃমাতৃহীন ভাইঝি 'ছোট্ট এমলি'ও তাদের সঙ্গে আসে। এই মেয়েটিকে খুব পছন্দ হয় ছোট ডেভিডের। ডেভিডের রোম্যান্টিক অথচ আত্মকেন্দ্রিক বন্ধু স্টিয়ারফোর্থ এমলিকে ফুসলিয়ে তার সম্মানহানি করে। এইভাবে ঘটে যায় উপন্যাসের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডিটি। তার মালিকের মেয়ে অ্যাগনেস উইকফিল্ড তার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়। ঋণের দায় থেকে মুক্তি পাওয়া মিকাওবারকে আবার দেখা যায়। আর দেখা যায় দুষ্টু কেরানি উরিহ হিপকে। মিকাওবারের সাহায্যে ধীরে ধীরে হিপের বদমায়েশি ধরা পড়ে যায়।

ডিকেন্সের উপন্যাসের ধারা অনুযায়ী, প্রতিটি চরিত্রই তাদের দোষের শাস্তি ও পুরস্কার পেয়ে যায় এবং কয়েকটি ঘটনার কোনো মীমাংসাই হয় না। ড্যান পেগোটি মিসেস গামবিজ ও মিকাওবারদের সঙ্গে এমলিকে পাঠিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ায়। তারা সেখানে নিরাপদে জীবনযাপন করতে থাকে। ডেভিড প্রথমে সুন্দরী অথচ নিরীহ ডোরা স্পেনলোকে বিয়ে করে। কিন্তু তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হওয়ায় সে মনোদুঃখে কাতর হয়ে মারা যায়। এরপর ডেভিড আত্ম-অনুসন্ধানে বের হয় এবং পরে তার হিতাকাংখী সংবেদনশীল অ্যাগনেসকে বিয়ে করেন। অ্যাগনেসকে সে চিরদিনই ভালবাসত। তাই তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়। ডেভিড ও অ্যাগনেসের মোট তিনজন সন্তান, একজন ছেলে আর দুজন মেয়ে হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি মেয়ের নাম বেটসি ট্রটউড অপরটির নাম ডোরা।

গ্রেট এক্সপেকটেশানস

উপন্যাসটি ভিক্টোরিয়ান সাহিত্য যুগের একটি ক্লাসিক উপন্যাস। অসহায় অবস্থা থেকে মধ্যবিত্ত স্তরে উঠার, কিংবা ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রসমাজে মেশার যে আকুলতা, বিচিত্র সব মানুষের আনাগোনায় পূর্ণ এ কাহিনী নিয়ে এ উপন্যাসের পটভূমি।

মা-বাবা হারা অনাথ বালক পিপ। একটি মাত্র বোন ছাড়া তার আর কেউ নেই। বোনের পরিবারেই সে আশ্রিত। বোনটি আবার খুব মুখরা স্বভাবের। পিপের উপর তার নির্যাতন ছিল একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পিপের ভগ্নিপতি কিন্তু খুবই ভালো মানুষ। পিপের প্রতি তার ছিল যথেষ্ট সমবেদনা। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মা-বাবার কবরের কাছে জেল-পালানো এক কয়েদির সাথে পিপের দেখা হয়। বোনের বাড়ি থেকে সে কয়েদির জন্য খাবার চুরি করে আনে। তার বোন তাকে খুব নির্যাতন করে। পিপ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। গ্রামের এক চিরকুমারী, কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার বাড়িতে পিপের ঠাঁই হয়। সেখানে এস্টেলা নামক এক বালিকার সাথে তার পরিচয় থেকে প্রেম হয়। মেয়েটি ছিল ভারী অহংকারী। এস্টেলা পিতৃ পরিচয় জানত না। এক পালিতা মায়ের কাছে সে বড় হয়েছে। মা যেভাবে চেয়েছে, সে সেভাবে গড়ে উঠেছে। তার নিজস্বতা বলে কিছু নেই। এস্টেলার মা এস্টেলার মাধ্যমে যুবকদের নজর কাড়ত। এস্টেলার প্রেমের ফাঁদে ফেলে যুবকদের কষ্ট দেয়াই তার মায়ের ইচ্ছে। পিপকেও সেই উদ্দেশ্যেই আশ্রয় দিয়েছে মহিলা। যাহোক, এস্টেলা পরবর্তীতে পিপের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এর মাঝে পিপের সামনে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। হঠাৎ করেই সে অনেক টাকাকড়ির মালিক বনে যায়। অপিরিচিত কেউ একজন তাকে বিপুল সম্পত্তি দান করে। পিপ চলে আসে শহরে। সেখানে সে পরিচিত হয় সমাজের

নানা স্তরের মানুষের সাথে। কিন্তু এস্টেলার সাথে ভালোবাসার টানাপোড়েন দেখা দেয়। এস্টেলার অন্য এক ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে যায়। পিপ তখন ধনাঢ্য হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। এরই মধ্যে সে জানতে পারে তাকে সম্পত্তি দেয়া ব্যক্তি আর কেউ নয় - জেল-পালানো কয়েদি যে কিনা আবার এস্টেলার বাবা। এস্টেলার বাবা জানত না এস্টেলা বেঁচে আছে কিনা। বিচারের নামে প্রহসনে জেলখানায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অন্তিম মূহুর্তে পিপ শুধু তাকে বলতে পেরেছিল, "আপনার মেয়ে বেঁচে আছে, আমি তাকে ভালোবাসি।"

5. Maxim Gorky: (আলেক্সেই ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ, রুশ সাহিত্যিক)

- ✓ He is the Father of socialist realism (সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ)
- ✓ সাহিত্যিক ছদ্মনাম: গোর্কি (অর্থ- তেতো)

Novels: **1. Mother** (রুশ ভাষায় লিখিত এই উপন্যাসটি ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী ১০০ বছরে সারাবিশ্বের প্রায় সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে। উপন্যাসটি বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এবং প্রধান দুটি চরিত্র হলো প্যাভেল ও তাঁর মা। **বাংলা সাহিত্যে** *জননী* উপন্যাস লিখেছেন **শওকত ওসমান** ও **মানিক বন্দোপাধ্যায়; *মা*** লিখেছেন **আনিসুল হক**)

2. My Childhood

6. William Makepeace Thackary: (১৮১১-১৮৬৩)

- ✓ Indian born British novelist. (জন্ম : ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় ১৮১১ সালে)
- ✓ তিনি চিত্রশিল্পী হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে উপন্যাসে সোনা ফলান।
- ✓ তনি তাঁর লেখায় তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম্য সমাজের দিকে বেশি আলোকপাত করেছিলেন।

ভ্যানিটি ফেয়ার হল উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারি রচিত ইংরেজি ভাষার উপন্যাস। উপন্যাসটিতে নেপলীয় যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বন্ধু ও পরিবারের মাঝে বেকি শার্প ও অ্যামেলিয়া সেডলির জীবনযাপনের গল্প বিবৃত হয়েছে। এটি প্রথমে ১৮৪৭ থেকে ১৮৪৮ সালে ১৯ খণ্ডে প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং এর উপ-শিরোনাম ছিল **পেন অ্যান্ড পেন্সিল স্কেচেস অব ইংলিশ সোসাইটি**, যা উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ সমাজের প্রারম্ভিক বিদ্রূপকরণ এবং থ্যাকারির আঁকা প্রারম্ভিক চিত্রকর্ম। উপন্যাসটি ১৮৪৮ সালে একক খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং এতে উপ-শিরোনাম যোগ করা হয় **আ নভেল উইদাউট হিরো**, যার মধ্য দিয়ে থ্যাকারি তার সময়ে সাহিত্যে নায়কোচিত রীতির বিলোপের আগ্রহ দেখা যায়।এই উপন্যাসটিকে প্রায়ই ভিক্টোরীয় গৃহস্থালীয় উপন্যাসের "প্রধান স্থপতি" বলে অভিহিত করা হয়।

Famous novels:

1. **Vanity Fair**
   - ➢ এ novel এর Hero নেই
   - ➢ Vanity Fair novel দ্বারা তিনি England কে Satire করেছেন
   - ➢ এর Theme হলো: Man's sinful attachments to worldly thi

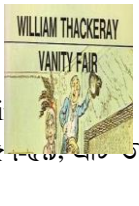

2. **The Virginians**: **A Tale of the Last Century** (১৮৫ historical novel)

3. **Catherine: A Story** (এটি তার প্রথম উপন্যাস)
4. **The Newcomes** (first published in 1855)

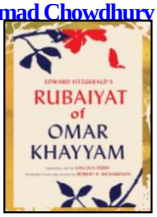

7. Edward Fitzgerald: (অ্যাডওয়ার্ড ফিটসজেরাল্ড)

He translated Rubaiyat of Omar Khayam into English.

ফার্সি ভাষার কবি ওমর খৈয়ামের *রোবাইয়াত*। মার্কিন কবি জেমস রাসেল লোয়েল ওমর খৈয়ামের রুবাই বা চতুষ্পদী কবিতাগুলোকে ***চিন্তা-উদ্দীপক পারস্য উপসাগরের মনিমুক্তা*** বলে অভিহিত করেছেন। ওমর খৈয়ামের রুবাই বা চার পংক্তির কবিতাগুলো প্রথমবারের মত ইংরেজিতে অনূদিত হয় খৃষ্টীয় ১৮৫৯ সালে। এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের এই অনুবাদের সুবাদেই ওমর খৈয়াম বিশ্বব্যাপী কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। এ অনুবাদের মাধ্যমে ফিটজেরাল্ড নিজেও খ্যাতিমান হয়েছেন। গত শতকের ত্রিশের দশকে বাংলা ভাষায় এই কবির অমর কাব্য রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম অনুবাদ করতে শুরু করেন নজরুল।

মনে রাখুন: ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন উমর ইবনে ইবরাহীম আল খৈয়াম। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির গণিতবিদ। তাঁর ***কিতাবুল জিবার ওয়াল মুকাবালা*** গণিতশাস্ত্রের একখানি অমর গ্রন্থ। ঘণ সমীকরণ এবং অন্যান্য উন্নতশ্রেণির সমীকরণের পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং সংজ্ঞানুসারে এগুলোকে শ্রেণিভুক্ত করে উমর খৈয়াম বীজগণিতের অসাধারন অগ্রগতি সাধন করেন। এ ব্যাপারে তিনি গ্রিকদের থেকেও বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পাটিগণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপরও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১১২২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

8. John Stuart Mill: (জন স্টুয়ার্ট মিল; তিনি 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের' মূল প্রবক্তা)

Books: 1. On Liberty 2. Utilitarianism (উপযোগবাদ) 3. A System of Logic

9. Thomas Hardy: (1840-1928)

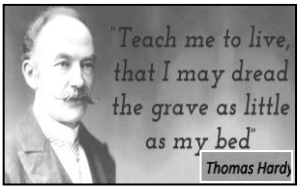

- ✓ **Title:** Pessimistic Novelist (হতাশাবাদী)
- ✓ তিনি Victorian যুগে উপন্যাস এবং Modern Period-এ Poems এবং Short stories লিখেছেন।
- ✓ তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও চার্লস ডিকেন্স দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।
- ✓ তার সংকলিত কাব্যগ্রন্থ: Wessex Poems; বিখ্যাত কবিতা: At an Inn (সরাইখানায়)

Famous novels:

(i) **Tess of the d'Urbervilles:**
A Pure Woman Faithfully Presented (1891)
(ডারবারবিল বংশের শুচি মেয়ে টেসের ট্র্যাজেডি; Characters-Tess, Alec, Angel)

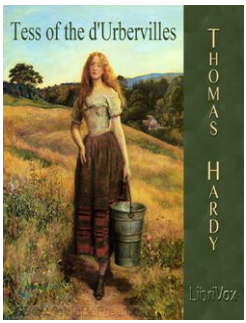

(ii) Far From the Madding Crowd
(iii) **The Return of the Native** (1886)
(iv) The Poor Man and the Lady
(v) The Mayor of Casterbridge
(vi) **Jude the Obscure**

(Hardy exposed his deepest feelings in this bleak, angry novel and, stung by the hostile response, he never wrote another.)

(vii) **The Trumpet Major**
(এটি হার্ডির একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস; ট্রাফালগার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা)

(viii) **A Pair of Blue Eyes**
(এই উপন্যাস অবলম্বনে শরৎচন্দ্র তার বিখ্যাত ***গৃহদাহ*** উপন্যাসটি রচনা করেন।)

(ix) Under the Greenwood Tree,
(তবে এই শিরোনামে Shakespere এর *As You Like It* নাটকে একটি Song রয়েছে)

Famous quote: "The greater the sinner, the greater the saint."
(যত বড় পাপী, তত বড় সাধু)

10. Christina Rossetti: (ক্রিস্টিনা রসেটি)

Poems:
1. A Daughter of Eve
2. My Dream
3. Bride Song
4. Dream Land

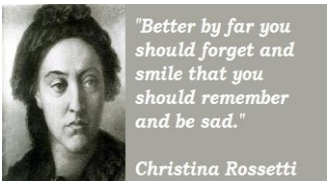

11. Dante Gabriella Rossetti:

Poems:
1. Heart Compass
2. Love and Hope
3. Supreme Surrender
4. Nuptial Sleep
5. Redemption

D.G. Rosettei

12. R.L. Stevenson: (রবার্ট লুইস স্টিভেনসন)

✓He was a Scottish writer. (স্কটল্যান্ডীয় সাহিত্যিক)
✓English Travelogue (ভ্রমণ কাহিনী) এর জন্য বিখ্যাত।
✓তিনি বিশ্বের ২৮ জন সর্বাধিক অনূদিত লেখকদের একজন।

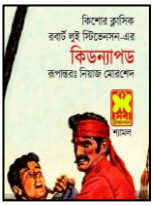

Famous novels:

i) The Treasure Island

ট্রেজার আইল্যান্ড -এর মূল নায়ক কিশোর জিম। বাবার মৃত্যুর পর, মায়ের সঙ্গে সাগরপাড়ে এক সরাইখানা চালাত সে। সেখানে একদিন বিশাল এক সিন্দুক নিয়ে আশ্রয় নিলেন রহস্যময় এক নাবিক। নাম বিলি বোনস, কুখ্যাত জলদস্যু। গন্ধ শুঁকে সেখানে হাজির হলো কুখ্যাত সব জলদস্যু। কয়েক দফা মারামারি-কাটাকাটির পর একদিন দুম করে মারা গেলেন বিলি বোনস। তার সিন্দুক ঘাঁটতেই পাওয়া গেল বেশ কয়েকটি সোনার মোহর আর পুরোনো এক মানচিত্র, গুপ্তধনের নকশা! এ মানচিত্রের খোঁজেই জিমদের বাড়িতে বারবার হানা দিতে লাগল জলদস্যুরা। তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন ডা. লিভসিসহ আরও কয়েকজন। বিপদ কাটার পর, গুপ্তধনের

হাতছানিতে তাদের সঙ্গেই একদিন জাহাজে চেপে গভীর সাগরে অজানা এক দ্বীপে চলল ছোট্ট জিম। সাধারণ নাবিকের ছদ্মবেশে কাঁধে এক পোষা তোতাপাখি নিয়ে জাহাজে উঠল লং জন সিলভার নামের একপেয়ে কুখ্যাত জলদস্যু আর তার দোসররা। শুরু হলো লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার। সঙ্গে গুপ্তধন, লোভ, পাপ, যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতার উল্টো পিঠে মানবিকতা, স্নেহ আর ভালোবাসার গল্প পাবে *ট্রেজার আইল্যান্ড*-এ। এ উপন্যাসকেই বলা হয় স্টিভেনসনের সেরা কাজ। *ট্রেজার আইল্যান্ড* অবলম্বনে এ পর্যন্ত ৫০ বারের বেশি চলচ্চিত্র কিংবা টিভি সিরিজ বানানো হয়েছে। তৈরি হয়েছে ডজন খানেক কম্পিউটার গেমস।

ii) Kidnapped (a thrilling adventure story, gripping history & fascinating study of the Scottish character, Kidnapped has lost none of its power.)

iii) The New Arabian Nights iv) **Black Arrows**

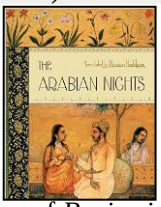

13. Sir Richard Francis Burton: (রিচার্ড বার্টন)

✓ তিনি ১৮৮৩ সালে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত মাল্যনাগ বাৎস্যায়ন রচিত "কামসূত্র" (Kama Soutra) গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন।

Famous Novel:

Arabian Nights (আলিফ লায়লা); It is an Arab folk story of Banjamin. *One Thousand and One Nights* is a collection of Middle Eastern and South Asian stories and folk tales compiled in Arabic during the Islamic Golden Age.

14. Benjamin Franklin: (বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন)

✓তিনি একজন বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং USA'র অন্যতম জনক

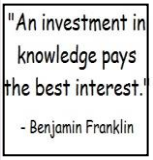

Quotes:

1. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
2. **Honesty is the best policy.**
3. Admiration is the daughter of ignorance.
4. A penny saved is a penny earned. (যেটুকু বাঁচাতে পারলে সেটুকু তোমার আয়)
5. Eat to please thyself, but dress to please others
   (আহার করো নিজের পছন্দে, কিন্তু পোশাক পরো অন্যের পছন্দে)
6. Eat to live, not live to eat (বাঁচার জন্য খাও; খাওয়ার জন্য বেঁচোনা)

15. Charlotte Bronte: (শার্লোট ব্রুনটি)

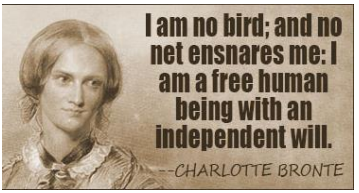

- ✓ তিনি ব্রুনটি পরিবারের বড় কন্যা
- ✓ তার জীবনী গ্রন্থ: The Life of Charlotte Bronte লিখেছেন- Mrs. Gaskell

Novels:

- ◈ **Jane Eyre** (জেইন অ্যায়ার)
  (অমর প্রেমের এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটি তিনি **Currer Bell** ছদ্মনামে প্রকাশ করেন)
- ◈ Shirley, A Tale
- ◈ The Professor (এটি তার প্রথম উপন্যাস)

16. Emily Bronte:

- ✓ তিনি ব্রুনটি পরিবারে ২য় কন্যা
- ✓ Her only novel:

Wuthering Heights (অদারিং)

> এটি একটি প্রতিশোধপরায়ণ দুই প্রতিবেশীর গল্প

> এটি তিনি **Ellis Bell** ছদ্মনামে (Pen-name) প্রকাশ করেন।

> **Heathcliff is the central character of this novel.**

Famous poems of Emily:

1. A Death Scene
2. Day Dream
3. A Little While

মনে রাখুন: Bronte Sisters বলতে তিন বোনকে বুঝায়, যারা বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন:
1. Emily Bronte 2. Charlotte Bronte 3. Ammey Bronte

17. Leo Tolstoy: (লিউ টলস্টয়; ১৮২৮-১৯১০)

He was a **Russian novelist** and playwright and political thinker. টলস্টয় শেষ বয়সে একাকি থাকতে চেয়েছিলেন। জুতো বানানো থেকে নিজের সব কাজ নিজেই করতেন। কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে ঠাণ্ডা লেগে তার নিউমোনিয়া হয়। এতেই তিনি মারা গেলেন বাড়ি থেকে দূরে এক রেল স্টেশনে ২০ নভেম্বর ১৯১০ সালে। ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ, ডায়েরি, চিঠিপত্র সব মিলিয়ে টলস্টয়ের রচনাসমগ্র প্রায় ৯০ খণ্ডে বিভক্ত। দু:খজনক হলেও সত্যি যে এই মহান সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার লাভ করেন নি।

Famous plays:

1. The Power of Darkness (অন্ধকারের শক্তি)
2. The Fruits of Enlightment

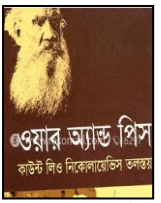

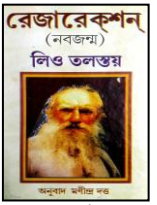

Famous novels:

1. The Kingdom of God is Within You
2. **War and Peace** (ওয়ার এন্ড পিস উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হচ্ছে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের রুশ অভিযান। যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং শান্তির জন্য মানুষের সংগ্রামই এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য)
3. **Anna Karenina** (নায়িকা: আনা; **Theme**: Adultery/ পরকীয়া প্রেমের পরিণতি)
4. Childhood (প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস) 4. **Resurrection** (পুনরুত্থান, সর্বশেষ উপন্যাস; ১৮৯৯)

18. George Eliot: (জর্জ এলিয়ট)

Real name: **Mary Ann Evans**

(ভিক্টোরিয়ান যুগের এ বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক পুরুষের ছদ্মনামে লেখালেখি করেছেন। She used a male pen name to ensure her works would be taken seriously; to protect her private life from public inquiry and to prevent scandals attending her relationship with the married George Henry Lewes, with whom she lived for over 20 years).

Famous novels:

1. **Silas Marner** (সাইলাস্ মারনার)
2. Adam Bede
3. The Mill on the Floss
4. Middle March
5. Romola

✓ Dramatic poem: **The Spanish Gypsy**

✓ **Quote:** "No man can be wise on an empty stomach."

মনে রাখুন:

Matthew Arnold লিখেছেন: **The Scholar-Gypsy** (poem)
George Eliot লিখেছেন: **The Spanish Gypsy** (poem)
Rulph Hodgson লিখেছেন: **Time, You Old Gypsy Man**

Silas Marner: The Weaver of Ravelo:

19 শতকের প্রথম দিকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই নভেল । Silas Marne একজন তাঁতি , Lantern Yard এর ছোট ক্যালভিনিস্ট মণ্ডলীর একজন সদস্য । Northern England এর নামবিহীন এক শহরের ব্যস্ত রাস্তা । অসুস্থ ডেকনকে তিনি দেখতে গেলে , তিনি সঙ্ঘের ফান্ড থেকে মিথ্যা চুরির দায়ে অভিযুক্ত হন । Silas এর বিপক্ষে দুইটি প্রমাণ দাড়া করানো হয় , একটি পকেট ছুরি , আরেকটি তাঁর বাসায় ব্যাগ রাখা কিছু টাকা । সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল , তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু William Dane তাঁকে ফাঁসিয়েছে । কিন্তু সাইলাস ঘটনার কিছুক্ষন আগে তাঁর পকেট ছুরি উইলিয়ামকে ধার দিয়েছেন । সাইলাস দোষী সাব্যস্ত করা হয় । যে নারীর সাথে বিয়ে হবার কথা ছিল , তিনি তাদের বাগদান ভেঙ্গে উইলিয়ামকে বিয়ে করেন । সাইলাস ভেঙ্গে পরেন , পরে এই শহর থেকে চলে যায় ।

Marner দক্ষিন থেকে ভ্রমণ করে Midlands এ আসে । Warwickshire এর Raveloe এ এক গ্রামে তিনি স্থায়ী হন । সেখানে তিনি একা থাকেন , আসে পাশের খুব কম মানুষ তাঁকে চিনে , তিনি এখানে স্বর্ণগুলোকে দেখতে এসেছেন , তাঁত থেকে তিনি এগুলো পেয়ছিলেন ।

স্বর্ণগুলো Dunstan ("Dunsey") Cass চুরি করেছিল , শহরের অন্যতম জমিদার Squire Cass এর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে । সাইলাস বেদনায় বিপর্জস্ত হয়ে পরেন , গ্রামের কিছু

মানুষ তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টাও করেছিল । Dunsey গায়েব হয়ে যায় , এটি তাঁর সাধারণ কাজ না , সে চুরি করে কোন প্রমানও রেখে যায় নি ।

Godfrey Cass , Dunsey এর বড় ভাই ও তাঁর গোপন আশ্রয় । Godfrey Cass বিবাহিত , কিন্তু Molly Farren থেকে দূরে থাকেন , মহিলাটি আফিম আসক্ত শহরে নিচু বংশে তাঁর জন্ম । এই গোপন বিষয়টি , Godfrey কে Nancy Lammeterকে বিয়ে করা থেকে বিরত রাখে , Nancy Lammeter উচ্চ বংশের সংস্কারসম্পন্ন নারী । এক শীতের রাতে , মলি Squire Cass এ কাছে যাবার চেষ্টা করেন । তখন নতুন বছরের পার্টি চলছিলো । দুই বছরের মেয়েকে সাথে নিয়ে তিনি বলে , তিনি Godfrey এর স্ত্রী , তাঁকে সর্বনাশ করে ছাড়বে । আসার পথে , সে আফিম খেয়ে , বরফের উপর পরে থাকে । বাচ্চা যে ছিল সে ঘুরতে ঘুরতে সাইলাস বাড়ি যায় । সাইলাস সেই বাচ্চা মেয়েকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখে মহিলা মারা গিয়েছে । যখন তিনি পার্টিতে সাহায্যের জন্য যায় , Godfrey এগিয়ে আসে , কিন্তু বলেন নি যে মলি তাঁর স্ত্রী । মলির মৃত্যু বিয়েটা সুবিধাজনক ভাবে সমাপ্তি টেনে আনে ।

সাইলাস এই মেয়েকে নিজের কাছে রাখে , নাম দেয় , Eppie . মা , বোনের মৃত্যুর পর , Eppie সাইলাসের জীবনকে পালটিয়ে দেয় । সাইলাস তাঁর স্বর্নকে ডাকাতি করে এনেছে , কিন্তু সেটি স্বর্ণকেশি এই মেয়ের রুপে এসেছে । Godfrey Cass এখন Nancy কে বিয়ে করতে কোন অশুবিধা নেই , কিন্তু আগে বিয়ের কথা এবং সন্তানের কথা গোপন রাখে । যায়হোক , Eppie কে দেখার জন্য তাঁকে কিছু টাকা পয়সা পাঠিয়ে দেয় । কিন্ত সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট পায় সে Marner এর প্রতিবেশী Dolly Winthrop এর কাছ থেকে । Dolly এর সাহায্যে শুধু মারনার এপিকে বড় করে তুলতে সাহায্য করে নি , তারা এই গ্রামের সমাজে নিজদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে ।

১৬ বছর পার হয়ে গিয়েছে । এপি এখন গ্রামের গর্ব । সাইলাস সাথে তাঁর আত্মিক বন্ধন , তাঁর কারনেই এই গ্রামে সে নিজের জায়গা পেয়েছে , নিজের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে । একই সময়ে , Godfrey এবং Nancy তাদের সন্তান হয় নি , সেই জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে । অবশেষে , সেই স্বর্ণের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে । পাথরের কুপে Dunstan Cass এর মৃতদেহের সাথে এই স্বর্ণগুলো আটকে ছিল । সাইলাস কাছে যথাযথ টাকাগুলো চলে যায় , এই ধরনের ঘটনায় আঘাত পেয়ে Godfrey ন্যান্সির কাছে স্বিকার করেছে , মলি তাঁর প্রথম স্ত্রী , এপি তাঁর সন্তান । তারা মেয়েকে সাথে নেবার জন্য চেষ্টা করে , কিন্তু এর অর্থ , সাইলাসকে ভুলে যেতে হবে । এপি এই অফারে অস্বীকার করে বলে যে , " তাঁকে ছাড়া আমার জীবনের কোন আনন্দ নেয় । "

সাইলাসের পরে আবার Lantern Yard দেখতে বের হন । কিন্তু তাঁর আগের জায়গা নেয় , এখন সেখানে বড় একটি ফ্যাক্টরি । কেউ দেখে বলবে না এখানে আগে মানুষ থাকতো । যায়হোক , সাইলাস এখন তাঁর পরিবার , বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে সুখে জীবন কাটায় । পরে ,এপি স্থানীয় এক ছেলে ডলির সন্তান AAron কে বিয়ে করেন । Godfrey এর সৌজন্যে Aaron এবং এপি সাইলাসের নতুন ঘরে চলে আসে । সাইলাস এই এপির প্রতি স্নেহ , কাজ সবাইকে আনন্দ দেয় , পরে পরিবারের সবাই এর আনন্দ পায় ।

19. Elizabeth Barret Browning:

- ✓ A famous female poet
- ✓ তিনি কবি Robert Browning এর স্ত্রী ছিলেন।
- ✓ তার অমর সনেট **How do I Love Thee** (Sonnet- 43) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সত্যিকার গভীর ভালবাসা প্রকাশের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বামী কবি রবার্ট ব্রাউনিংকে উদ্দেশ্য করে তিনি এ কবিতাটি রচনা করেন।

Other Poems:

- ➢ Grief (দুঃখ)
- ➢ Lost Mistrees
- ➢ Consolation
- ➢ Sonnets from Portuguese

Famous quote:

- ➢ How do I love thee (you)? Let me count the ways.
  I love thee to the depth and breadth and height.
  (তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি? হিসেব করতে দাও আমায়;
  আমি তোমাকে ভালবাসি ভালবাসার শেষ গভীরতা, প্রস্থতা এবং উচ্চতা পর্যন্ত)

20. Charles Robert Darwin: (ডারউইন, ১৮০৯-১৮৮২)

✓ An English naturalist (জীববিজ্ঞানী)

✓ He is the Father of theory of the Evolution (বিবর্তনবাদের জনক). তিনিই প্রথম প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিবর্তনবাদের ধারণা দেন। তাঁর মতে সকল প্রজাতিই কিছু সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটিকে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) হিসেবে অভিহিত করেন।

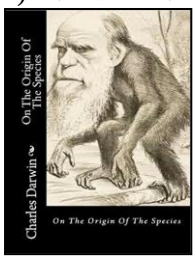

Famous books:

i) **The Origin of Species**
ii) The Origin of Life and Earth
iii) The Decent of Man

Famous quote:

- ➢ Tomorrow as yesterday only the fittest will survive in the struggle for existence." (অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও অস্তিত্বের লড়াইয়ে যোগ্যতমরাই টিকে থাকবে)

*** মনে রাখুন:** Sir James Jeans লিখেছেন-
The Origin of Life on Earth (prose)

21. John Henry Cardinal Newman:

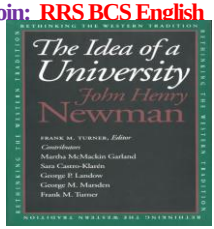

- ✓ He was a leader of the "Oxford Movement".
- ✓ Famous books:
  1. Loss and Gain (এটি উপন্যাস)
  2. **The Idea of University**

*** মনে রাখুন:** Idea and Justice এবং Poverty and Famine নামে দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছেন: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন (prose)

22. Gladstone:

উপাধি: Grand Old Man of Britain
(তবে ভারতীয় রাজনীতিক দাদাভাই নওরোজিকে Grand Old Man of India বলা হয়)

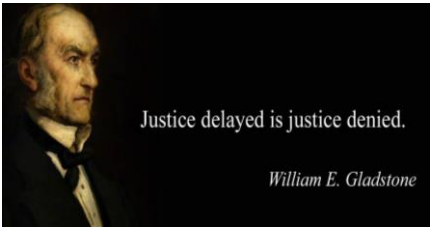

Famous quote of Gladstone:

- ➢ "Justice delayed, Justice denied
  Justice hurried, Justice buried."

23. Alexandre Dumas: (ফরাসি: আলেক্সাঁদ্র দ্যুমা)

- ✓ ফরাসি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক
- ✓ ইতিহাস আশ্রিত অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লেখক হিসেবে বিখ্যাত
- ✓ সব মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত লেখা ১ লাখ পাতা

Novels:

1. **Three Musketeers** (*তিন সাহসী রক্ষী*)

কাহিনী সংক্ষেপ: কাহিনীর শুরু হয় দারতায়া নামক এক ১৮-১৯ বছরের এক যুবকের মাস্কেটিয়ার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে গ্রাম থেকে প্যারিসে প্রত্যাবর্তন নিয়ে। সেখানে গিয়ে দারতায়ার ঝগড়া বাধে একই সাথে অপর তিন বন্ধু অ্যাথোস, পর্থোস ও আরামিসের সাথে। কিন্তু লড়ায়ের পরিবর্তে ঘটনাক্রমে তারা হয়ে উঠে পরম বন্ধু। আর দারতায়া হয়ে যায় একজন মাস্কেটিয়ার ও রাজার প্রিয়। এরপর ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ও রানীর মাঝে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। রানীর দাসী হিসেবে কাজ করে কন্সট্যান্ট বোনাসিও নামে এক সুন্দরি, দারতায়া যার প্রেমে পড়ে যায়। এরপর রানীর কাজে সহায়তা দরকার হলে কন্সট্যান্ট দারতায়াকে বললে সেটা তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে সফলতার সাথে করে। আস্তে আস্তে তারা পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে আর এটা মেনে নিতে পারে না প্রধানমন্ত্রী রিশেলিও। সে মিলাডি নামক এক সুন্দরি কিন্তু ভয়ানক কুচক্রী মহিলাকে ব্যবহার করে রানীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কাজ করাতে। এর মধ্যে দিয়ে অনেক ঘটনা প্রবাহ ঘটতে থাকে। আর শেষের দিকে মিলাডি কন্সট্যান্টকে বিষ দিয়ে হত্যা করে। আর দারতায়া ও তার তিন বন্ধু তার বিচার করে মৃত্যুদন্ড দেয়। এ দন্ড দেয়ার ঘটনাটাও অনেকটা থ্রিলার টাইপের। শেষে প্রধানমন্ত্রী দারতায়ার বীরত্ব ও বিচক্ষণতা দেখে তাকে মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগ দেন।

2. **Twenty Years After** 3. **Black Tulip** 4. **The New Troy**

24. Karl Marx: (কার্ল মার্ক্স)

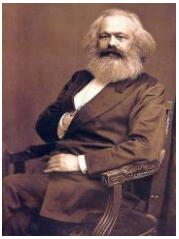

- ✓ He is the father of socialism and modern scientific communism.
- ✓ He was a famous German philosopher and pioneer of Marxism.
- ✓ তিনি **'থিউরি অব সারপ্লাস ভ্যালু'** ও **'থিউরি অব এক্সপ্লোরেশন'** তত্ত্বের প্রবক্তা।
- ✓ জন্ম: ৫ মে ১৮১৮; **জার্মানির প্রুশিয়ায়, ইহুদি পরিবারে।**
- ✓ **born in Germany but settled in England.**
- ✓ অর্থাৎ তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণসাম্যবাদের জনক।
- ✓ ১৮৮৩ সালে তিনি ইংল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থটি সমাজতন্ত্রের বাইবেল নামে পরিচিত

Famous books:

1. **Das Capital**
2. **Communist Manifesto**
3. **The Holy Family** (পবিত্র পরিবার)

Famous quotes:

1. **Religion is opium to the people.**
2. আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের প্রত্যেকের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস।
3. Men make their own history.

- ✓ **বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদী কবি বিষ্ণু দে; মার্কসবাদী ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায়।**

25. Mark Twain: (মার্ক টোয়েন, 1835 – 1910)

Real name: **Samuel Langhorne Clemens** (pen name **Mark Twain**)

✓ মার্ক টোয়েইন ছিলেন একজন মার্কিন রম্য লেখক, সাহিত্যিক ও প্রভাষক। টোয়েইনের জন্ম হয়েছিলো পৃথিবীর আকাশে হ্যালির ধূমকেতু আবির্ভাবের ঠিক কিছুদিন পরেই। তিনি ধারণা করতেন, হ্যালির ধূমকেতুর সাথে সাথেই তিনি আবার পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, তিনি সত্যি সত্যিই হ্যালির ধূমকেতুর পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পরদিনই পরলোকগমণ করেন। টোয়েইনকে অভিহিত করা হতো *তার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ রম্যকার* হিসেবে এবং উইলিয়াম ফকনার টোয়েইনকে আখ্যায়িত করেছিলেন *আমেরিকান সাহিত্যের জনক* হিসেবে।

Books: a) **The Adventures of Tom Sawyer** (1876)
b) **Adventures of Huckleberry Finn** (1885)

(এই গ্রন্থ দুটি তার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্য কর্ম যা বিশ্ব সাহিত্যে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে)

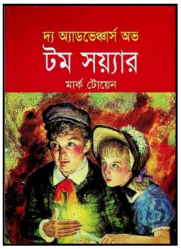

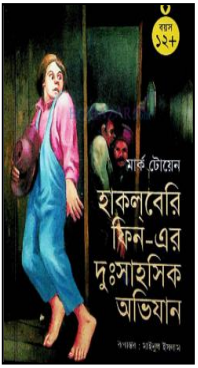

26. H. Christian Andersen:

- ✓ A Danish author and the father of **English fairy tales**.
- ✓ His most famous fairy tales:

a) The Emperor's New Clothes b) **The Little Mermaid**
c) The Nightingale d) The Snow Queen e) The Ugly Duckling

27. Elizabeth Gaskell:

Books: 1. **North and South** 2. Mary Barton
3. Wives and Daughters

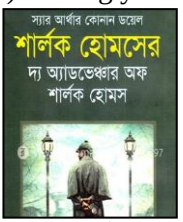

28. Sir Arthur Conan Doyle:

- ✓ British author and physician ,

টুকটাক গোয়েন্দাগল্প পড়েন, অথচ **শার্লক হোমসের** নাম শোনেননি, এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া সত্যি বিরল। ব্রিটিশ লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েল-এর লেখা ***আ স্টাডি ইন স্কারলেট*** গল্পে প্রথম বিশ্বখ্যাত প্রাইভেট গোয়েন্দা শার্লক হোমসকে দেখা যায়, লেখক নিজেই যাঁকে একজন *কনসালটেটিভ গোয়েন্দা* হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। গোয়েন্দা শার্লক হোমস মূলত তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ফরেনসিক সায়েন্স বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও ঘটনার যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আপাতচোখে একেবারেই ক্লু-লেস ঘটনার সঠিক সমাধান দিয়ে থাকেন। ওয়াটসনের এক প্রশ্নের উত্তরে হোমস বলেন, যেকোনো ঘটনার ডিটেকশন মানেই বিজ্ঞানমনস্ক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা, আবেগ কিংবা রোমান্টিসিজমের কোনো জায়গা সেখানে নেই। মনে রেখো বন্ধু, **নিছক চেয়ে থাকার নাম দেখা নয়।** সাধারণ মানুষ যা দেখে, আমি তার চেয়ে অনেকটা বেশি দেখি ও বোঝার চেষ্টা করি। তফাতটা এখানেই।

Books:

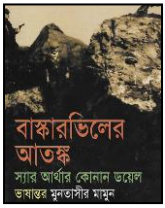

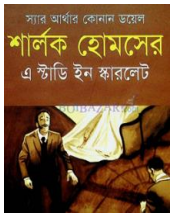

1. Sherlock Holmes (**শার্লক হোমস**)
(গোয়েন্দা কাহিনী/ detective story)
2. **A Study in Scarlet**
3. **The Hound of the Baskervilles**
4. The Sign of Four (1890; Sherlock Holmes's second visit)

29. A. S. Hornby:

✓ He is famous for dictionary writing.

30. Kiran Desai:

Novel: **The Inheritance of Loss**
(লোকসানের উত্তরাধিকার)

31. Samuel Butler: (1832-1902)

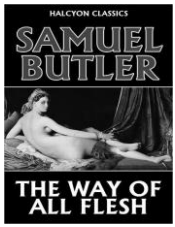

Famous work: **The Way of All Flesh**
- a semi autobiographical novel
(তবে Restoration যুগের William Congreve
লিখেছেন- **The Way of the World)**

Famous quote:

"Self preservation is the first law of nature."
(অর্থাৎ, আত্মরক্ষাই প্রকৃতির প্রথম আইন)

32. Oscar Wilde: (1856-1900)

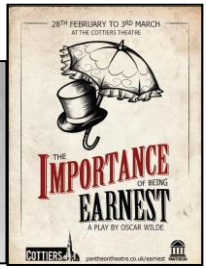

✓ He was an Irish born novelist and dramatist.

Famous Books and plays:

(i) A Woman of No Importance
(ii) An Ideal Husband
(iii) The Selfish Giant
(iv) Lady Windermer's Fan (1890)
(v) The Picture of Dorian Gray
✓ It is Wilde's brilliantly allusive moral tale of youth, beauty and corruption, greeted with howls of protest on publication.
(vi) The Importance of Being Earnest (play)
(প্রধান চরিত্র আর্নেস্ট। সাদাসিধে ও বোকাসোকা টাইপের)

33. প্যারিচাঁদ মিত্রঃ (1814-1883)

- তার উপাধি "Defence of Bengal"
- তার রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস ***আলালের ঘরের দুলাল*** এর ইংরেজি অনুবাদের নাম: **The Spoilt Child: A Tale of Hindu Domestic Life** (অনুবাদকঃ George Devereux Oswell)

34. Edgar Allan Poe: (এডগার অ্যালান পো, 1809 - 1849)

- ✓ **মার্কিন কবি,** সম্পাদক, ছোট গল্পকার এবং যুক্তরাষ্ট্রে রোমান্স আন্দোলনের অন্যতম নেতা।
- ✓ Father of **English Short-story** (ছোটগল্প) and **Modern Detective Story**

(তবে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ।
প্রথম সার্থক ছোটগল্প *দেনা পাওনা*;
প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প *ভিখারিনী*; সর্বশেষ *ল্যাবরেটরি*)

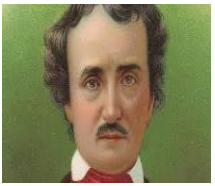

এডগার অ্যালান পো

Edgar Allan Poe's only novel:

The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket
(a classic adventure story with supernatural)

Famous poem:

To Helen

- ✓ এই কবিতার প্রভাব পড়েছে জীবনানন্দ দাসের "বনলতা সেন" কবিতায়

Famous short stories of Edgar Allan Poe:

(i) The Black Cat (***দ্য ব্ল্যাক ক্যাট*** এডগার অ্যালান পোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা। ভৌতিক এই গল্পে প্লুটো নামে এক কালো বিড়ালের প্রতি গল্পকথকের ভালোবাসা প্রকাশ পায়, যদিও একপর্যায়ে প্লুটোর চোখ উপড়ে ফেলা হয়। পোর লেখকজীবনেও বিড়ালের প্রতি অনন্যসাধারণ ভালোবাসার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেকোনো কবিতা লেখা শুরু করার আগে পো তাঁর পরম পছন্দের এশীয় বিড়ালটিকে কাঁধে তুলে নিতেন। এরপর লিখে যেতেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। তবে Cat and Mouse উপন্যাসটি লিখেছেন জার্মান কবি গুন্টা

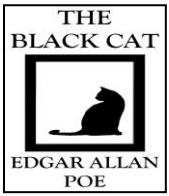

(ii) The Oval Portrait

(iii) The Tell Tale Heart

(iv) The Gold Bug

(v) The Light House (তবে To The Light House উপন্যাসটি লিখেছেন আধুনিক যুগের শক্তিশালী মহিলা কবি ভার্জিনিয়া উল্‌ফ)

35. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: (1820-1891)

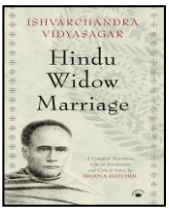

- ➢ তিনি বাংলা গদ্যের জনক
- ➢ লর্ড ডালহৌসির শাসনামলে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই তার প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়।
- ➢ চেম্বার্স রচিত Rudiments of Knowledge অবলম্বনে ***বোধোদয়*** (১৮৫১) এবং প্রাচীন গল্পকার ঈশপের Fables অবলম্বনে ***কথামালা*** (১৮৫৬) রচনা করেন।
- ➢ ১৮৬৯ সালে তিনি শেক্সপিয়রের Comedy of Errors এর বাংলা অনুবাদ করেন ***ভ্রান্তিবিলাস*** নামে।

36. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: (1838-1898)

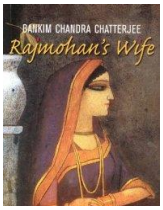

- ✓ বাংলা উপন্যাসের জনক।
- ✓ Rajmohan's Wife-
  (এটি ইংরেজি ভাষায় রচিত লেখকের প্রথম উপন্যাস)
- ✓ ইংরেজি Romantic যুগের সাহিত্যিক Thomas De Quincy এর "Confession of an English Opium Eater" রচনার অনুকরণে বঙ্কিমচন্দ্র তার *কমলাকান্তের দপ্তর* রচনা করেন।
- ✓ বঙ্কিমচন্দ্রের ***আনন্দমঠ*** উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত- **'The Abbey of Bliss'** নামে।

37. Napoleon: (নেপোলিয়ন বোনাপার্ট; ১৭৬৯-১৮২১)

- ✓ Title: **ফরাসি বিপ্লবের শিশু**
- ✓ উপনাম: লিটল কর্পোরাল
- ✓ তিনি সারা বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা সেনাপতি
- ✓ তিনি ইতালির কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ ১৮০৪-১৮১৫ সাল পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন।
- ✓ মহাবীর নেপোলিয়ান ও জোসেফাইনের মাঝে গভীর প্রেম ছিলো। প্রেমিকা বয়সে বড় ছিলেন ।
- ✓ ১৮২১ সালে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
- ✓ **গুপ্ত বংশের রাজা সমুদ্র গুপ্তকে প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়।**

Famous quotes:

(i) Give me a good mother; I will give you a good nation.
(ii) The career is open to the talents.
(iii) England is a nation of shop keepers. (ইংরেজরা দোকানদারের জাতি)
(iv) Impossible is a word to be found only in the dictionary of the fools.

১৮১৫ সালে ওয়াটার লু'র যুদ্ধে নেপোলিয়ন ব্রিটেনের কাছে পরাজিত হয়ে আটলান্টিকের এই সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন।

38. Abraham Lincoln: (আব্রাহাম লিংকন, ১৮৬১-১৮৬৫)

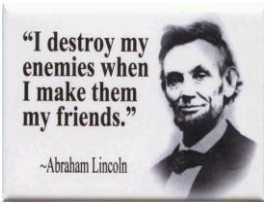

- ✓ আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট
- ✓ তিনি ***সৎ প্রতিবেশী নীতি*** তত্ত্বের প্রবক্তা
- ✓ ১৫ এপ্রিল ১৮৬৫ সালে তিনি উইলক্স বুথ নামক এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।
- ✓ ১৮৬৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাসপ্রথার অবসান ঘটান এবং Emancipation Proclamation (মুক্তির ঘোষণা) এর মাধ্যমে দাসদের মুক্ত করে দেন।

বিখ্যাত উক্তি:

(a) Democracy is the government of the people, by the people, for the people.

(১৮৬৩ সালের ২১ নভেম্বর তার ২ মিনিটের স্থায়ী ২৭২ শব্দের বিখ্যাত Gettysburg Address এ তিনি এ কথা বলেন। **উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে গেটিসবার্গ ভাষণের সাথে তুলনা করা হয়**)

(b) With malice towards none, with charity for all.
(ভাবার্থ: কারো সাথে বৈরিতা নয়, সবার সাথে সৌহার্দ্য)

(c) The ballot is stronger than bullet.

(d) **You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.**

(e) The best way to destroy an enemy is to make him a friend.

(f) No man has a good enough memory to be a successful liar.

(g) **Marriage is neither heaven nor hell, it is simply purgatory.**

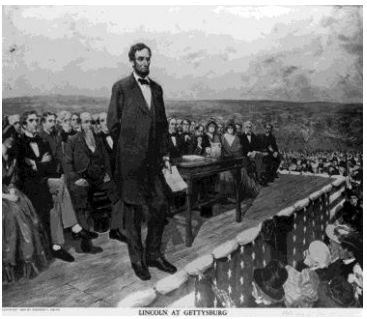

Abraham Lincoln at Gettysburg

Lincoln Memorial in Washington, D.C